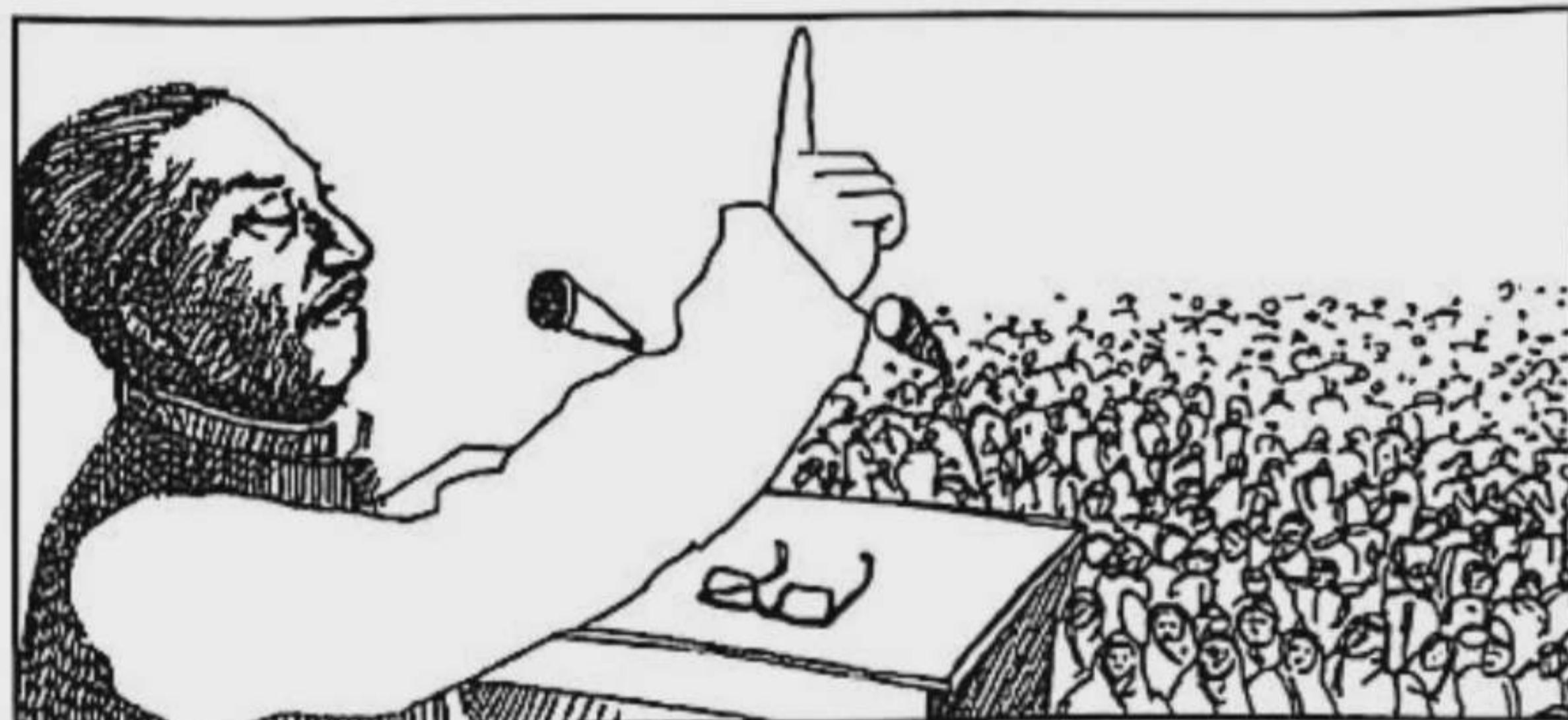


এবাবের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম শেখ মুজিবুর রহমান

(৩) গদ্যটির মূলকথা

পাকিস্তানি উপনিবেশিক রাষ্ট্রকাঠামো ভেঙে বাঙালির সার্বিক মুক্তি অর্জনের লক্ষ্যে ১৯৬৬ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছয় দফা কর্মসূচি ঘোষণা করে কারাবরণ করেন। ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ অর্জন করে নিরঞ্জন বিজয়। তবু পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী বাঙালিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর না করে বড়ব্যক্তির পথ বেছে নেয়। ১৯৭১ সালের ২৩ মার্চ থেকে বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে বাংলায় সর্বাঙ্গিক অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ



ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দি উদ্যান) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৮ মিনিটের ঐতিহাসিক ভাষণ দেন।

(৪) গদ্যটির শিখনফল : গদ্যটি অনুশীলন করে আমি—

- শিখনফল-১ : স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবদান অনুধাবন করতে পারব। [ব. বো. '১৮]
- শিখনফল-২ : বাঙালির অধিকার প্রতিষ্ঠায় বঙ্গবন্ধুর নিরলস সাধনা সম্পর্কে অবহিত হব। [ব. বো. '১৯]
- শিখনফল-৩ : বঙ্গবন্ধুর সংগ্রাম, ত্যাগ ও দুরদর্শিতা সম্পর্কে ধারণা লাভ করব। [কু. বো. '১৭]
- শিখনফল-৪ : ৭ই মার্চ, ১৯৭১ সালে প্রদত্ত বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণের গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারব। [সি. বো. '১৭; ব. বো. '১৭]
- শিখনফল-৫ : বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও দেশপ্রেমের চেতনায় উদ্বৃন্দ হব।
- শিখনফল-৬ : সংগ্রামী চেতনা সম্পর্কে জানতে পারব।

(৫) লেখক-পরিচিতি

নাম : শেখ মুজিবুর রহমান।

জন্ম : ১৭ই মার্চ ১৯২০ খ্রিস্টাব্দ। জন্মস্থান : টুঙ্গিপাড়া, গোপালগঞ্জ।

শিক্ষাজীবন : এন্ট্রাইল : গোপালগঞ্জ মিশনারি স্কুল (১৯৪২ খ্রি.)। আইএ : কলকাতা ইসলামিয়া কলেজ (১৯৪৪ খ্রি.)।

বিএ : কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৪৭ খ্রি.)। ১৯৪৮ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগে ভর্তি হন।

১৯৪৯ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের আন্দোলনে সমর্থন ও নেতৃত্বান্বয়ে কেন্দ্র করে বৈরী পরিবেশ সৃষ্টি হয়। ফলে আইন বিভাগে অধ্যয়নরত অবস্থাতেই তাঁর ছাত্রজীবনের অবসান ঘটে।

সাহিত্যকর্ম : অসমাণ আত্মজীবনী, কারাগারের রোজনামাচা, আমার দেখা নয়াচীন।

পুরস্কার : 'জুলিও কুরি' পদক (১০ অক্টোবর ১৯৭২ খ্রি.)। মৃত্যু : ১৫ই আগস্ট ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দ।



(৬) পাঠের উদ্দেশ্য

শিক্ষার্থী রচনাটি পাঠ করলে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় সম্পর্কে জানতে পারবে এবং দেশপ্রেমের চেতনায় উদ্বৃন্দ হবে।

(৭) শব্দার্থ ও টীকা

পাঠ-১ : বোর্ড বহুয়ের শব্দার্থ ও টীকা

(জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড প্রকাশিত 'সাহিত্য-কণিকা' বইটি দেখ)

পাঠ-২ : বোর্ড বহুয়ের অতিরিক্ত শব্দার্থ ও টীকা

ভারাক্রান্ত — চিন্তা বা দুঃখের ভাবে বিপর্যস্ত, ভারগ্রস্ত।

অধিকার — কর্তৃত, দাবি, আধিপত্য, ন্যায্যবত্ত, উপযুক্ততা।

ভোট — নির্বাচনে জ্ঞাপিত মতামত।

ইতিহাস	— অতীত কথা, পূর্ব-বৃত্তান্ত।
মুমুক্ষু	— মরণাপন, মরণোন্মুখ, মৃত্যুকাল আসন্ন এমন।
গণতন্ত্র	— জনসাধারণ কর্তৃক দেশ পরিচালনার আদর্শ, সাধারণতন্ত্র।
অধিবেশন	— সভার সম্মেলন, সভা ইত্যাদির অনুষ্ঠান, বৈঠক।
রিলিফ	— সাহায্য, সহায়তা।
আত্মকলহ	— নিজেদের মধ্যে ঝাগড়া, গৃহবিবাদ।

(৮) বানান সতর্কতা

নিচের শব্দগুলোর সঠিক বানান জেনে নিই—

গণঅভ্যর্থীন	ক্ষমতাচ্যুত	গণতন্ত্র	বড়ব্যক্তি	সোহরাওয়ার্দি	ভাষণ	ভারাক্রান্ত	সম্পূর্ণ	শাসনতন্ত্র	মুমুক্ষু
প্রতিজ্ঞাবন্ধ	বহিঃশত্রু	উইথড্র	মন্ত্রিত্ব	পরিষ্কার	ট্যাক্স	নেতৃত্ব	শাসকগোষ্ঠী	অ্যাসেম্বলি	সংগ্রাম

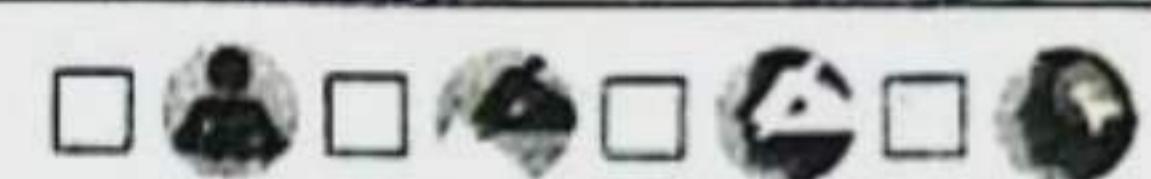
অনুশীলন

সেরা প্রস্তুতির জন্য 100% সঠিক ফরম্যাট অনুসরণে
বহুনির্বাচনি ও সৃজনশীল প্রশ্নোত্তর

প্রিয় শিক্ষার্থী, গদ্যটিতে সংযোজিত প্রশ্নোত্তরসমূহকে অনুশীলনী, বহুনির্বাচনি ও সৃজনশীল অংশে বিভক্ত করে শিখনকলের ধারায় উপস্থাপন করা হয়েছে। অধ্য-বার্ষিক ও বার্ষিক পরীক্ষায় সেরা প্রস্তুতি নিশ্চিত করতে প্রশ্নোত্তরসমূহ ভালোভাবে প্র্যাকটিস কর।

অনুশীলনীর প্রশ্নোত্তর

পাঠ্যবইয়ের প্রশ্নের উত্তর শিখি



৩ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর

সঠিক উত্তরটিতে টিক (✓) চিহ্ন দাও :

১. কত তারিখে বঙ্গবন্ধু রেসকোর্স ময়দানে ঐতিহাসিক ভাষণ দেন?
 ① ১৯৬৯-এর ৭ই মার্চ ② ১৯৭১-এর ৩৩ মার্চ
 ৩ ১৯৭১-এর ৭ই মার্চ ৪ ১৯৭৪-এর ৩৩ মার্চ

তথ্যসূত্র : পাঠ্যবইয়ের মূলপাঠ, পৃষ্ঠা-31।

২. আইনুব খানের পতনের পর কে দেশে গণতন্ত্রের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন?
 ৫ ৬ শেখ মুজিবুর রহমান ৬ ইয়াহিয়া খান
 ৭ মওলানা ভাসানী ৮ জুলফিকার আলী ভুট্টো

তথ্যসূত্র : পাঠ্যবইয়ের মূলপাঠ, পৃষ্ঠা-32।

৩. তথ্য-ব্যাখ্যা : ১৯৫৮ সালে আইনুব খান মার্শাল ল' জারি করেন। ১৯৬৯ সালের আন্দোলনে আইনুব খানের পতন হওয়ার পর ইয়াহিয়া খান ক্ষমতায় অধিক্ষিত হন। তিনিই প্রতিশ্রুতি দেন দেশে গণতন্ত্র স্থাপিত করেন।

৪ সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ০১ অহিংসার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয় গণতন্ত্র— যেখানে সবারই সমান স্বাধীনতা থাকে। যেখানে প্রত্যেকেই হবে তার জগৎ-নিয়ন্তা। এটাই সেই গণতন্ত্র যাতে আপনাদের আজ অংশগ্রহণ করতে আহ্বান জানাইছ। একদিন আপনারা বুঝতে পারবেন, হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে পার্থক্য ভুলে যাওয়া এবং আপনারা আপনাদের শুধু মানুষ মনে করবেন এবং সবাই একত্র হয়ে স্বাধীনতার আন্দোলনে ব্রহ্মী হবেন।

- ক. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম কত তারিখে? ১
 খ. 'বাংলার ইতিহাস এদেশের মানুষের রক্ত দিয়ে রাজপথ রঞ্জিত করার ইতিহাস'— বলতে কৌ বোঝানো হয়েছে? ২
 গ. উদ্বোপক মহাত্মা গান্ধীর ভাষণে বঙ্গবন্ধুর ভাষণের কোন দিকটি ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
 ঘ. উদ্বোপকটি 'এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম' ভাষণের সম্পূর্ণ ভাব ধারণ করে— মন্তব্যটির যথার্থতা মূল্যায়ন কর। ৪

১২ প্রশ্নের উত্তর

১ শিখনফল ৪

- ক. • বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম ১৯২০ খ্রিষ্টাব্দের ১৭ই মার্চ।
 খ. • 'বাংলার ইতিহাস এদেশের মানুষের রক্ত দিয়ে রাজপথ রঞ্জিত করার ইতিহাস' বলতে বাংলালির অধিকার আদায়ের আন্দোলন-সংগ্রামে রক্তদান ও আত্মাদানকে বোঝানো হয়েছে।
 • 'এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম' রচনাটিতে ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে আত্মাদান, ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে জয়লাভ, ১৯৬৬ সালের ৬ দফা আন্দোলনে ছাত্রদের ওপর গুলি, ১৯৬৯ সালের গণ-আন্দোলনে ছাত্র-জনতাকে হত্যা এবং ১৯৭০-এর নির্বাচন আন্দোলনের এ ধারাবাহিকতাকে

নির্দেশ করা হয়েছে। বাংলালিরা যুগে যুগে রক্ত দিয়ে তাদের অধিকার অর্জন করেছে। ন্যায্য দাবি আদায়ের ক্ষেত্রে উপরিখত উক্তিটিতে বাংলালির প্রতিশ্রুত আন্দোলনের ধারা ও ত্যাগকে বোঝানো হয়েছে।

গ. • উদ্বোপকে মহাত্মা গান্ধীর ভাষণে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাষণের যে দিকটি ফুটে উঠেছে তা হলো, অধিকার আদায়ে সমন্বিত আন্দোলন।

১. যেকোনো জাতির মুক্তি ও উন্নতির মূলে রয়েছে সঠিক নেতৃত্ব। পৃথিবীর ইতিহাসে এমন অনেক নেতার দ্রষ্টব্য পাওয়া যায়, যারা দেশ ও দেশের মানুষের মুক্তি, উন্নতি ও কল্যাণের জন্য যথার্থ নেতৃত্ব দিয়েছেন।

২. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সব বাংলালির অধিকার ও ধার্মরক্ষার ক্ষেত্রে সোচ্চার ছিলেন। এজন্যই তিনি বাংলালির বন্ধু, প্রাণের মানুষ হয়েছিলেন। উদ্বোপকে মহাত্মা গান্ধীও সাধারণ মানুষের অধিকারের সংগ্রামে ছিলেন আপসাইন। এ কারণে সবাই তাঁকে সমর্থন করেছিল। উভয় নেতাই অন্যায়ের প্রতিবাদী; গণমানুষের স্বার্থরক্ষায় তৎপর এবং জনগণকে ন্যায় ও সংগ্রামের পথে উদ্বৃদ্ধ করেন। এসব দিক বিচারে তাই বলা যায়, উদ্বোপকের মহাত্মা গান্ধীর মতোই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাষণেও অসাম্প্রদায়িক চেতনা, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, মানুষের অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে সংগ্রাম করার নির্দেশ রয়েছে।

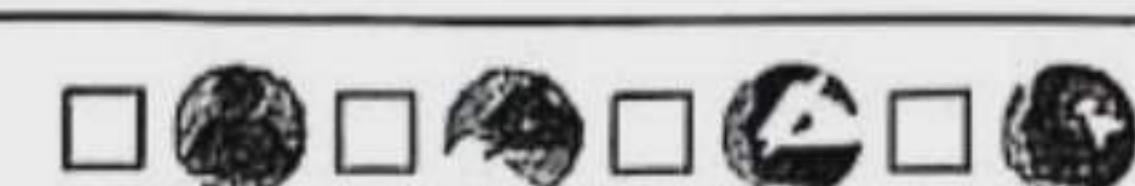
ঘ. • উদ্বোপকটি 'এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম' ভাষণের সম্পূর্ণ ভাব ধারণ করে— মন্তব্যটির যথার্থ নয়।

১. স্বাধীনতা মানুষের জন্মগত অধিকার। মানুষ পরাধীনতার বেড়াজালে বন্দি থাকতে চায় না। তাই বাংলালিও তার প্রিয় দেশকে মুক্ত করার ধর্ম দেখেছিল। তারা একজন যোগ্য নেতার জন্য অপেক্ষা করছিল যিনি এসে তাদেরকে মুক্তির পথ দেখাবেন।

২. ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে বাংলালি জাতির মুক্তির জন্য স্বাধীনতা সংগ্রামের ডাক দেন। এই আহ্বানই 'এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম' প্রতিহাসিক ভাষণ। তাঁর এ স্বাধীনতার ডাক ছিল পাকিস্তানি দৈর্ঘ্যাসনের নিগড় থেকে বাংলালি জাতিকে মুক্ত করার এক উদাত্ত আহ্বান। আমাদের স্বাধীনতার ধর্ম ও মহান মুক্তিযুদ্ধে বৌপিয়ে পড়ার আহ্বান মূলত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের এ ভাষণের মাধ্যমেই সৃষ্টি হয়। সেদিন তিনি উত্তোল জনতাকে মুক্তির অমোঘ বাণী শুনিয়েছিলেন। সেই মন্তব্যে উজ্জীবিত হয়েছিল ছাত্র-জনতা, কৃষক, শ্রমিক, কুলি, কেরানি, ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সর্বস্তরের মানুষ। উদ্বোপকে মানুষকে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে স্বাধীন হওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে। বলা হয়েছে অসাম্প্রদায়িক হতে। সংগ্রামী হতে বলা হলেও মুক্তির অনুরূপ চেতনা প্রকাশ পায়নি। সেখানে যে বক্তব্য তুলে ধরা হয়েছে তা ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে স্বাহাইকে এক হতে বলা হয়েছে মাত্র।

৩. ১৭৫৭ থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত কয়েকশ বছরের সংগ্রামী চেতনার যথার্থ বহিপ্রকাশ ঘটেছিল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের 'এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম' ভাষণের মধ্য দিয়ে। বাংলালি জাতি সেদিন তাদের প্রিয় নেতার নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধে বৌপিয়ে পড়েছিল। দীর্ঘ নয় মাস যুদ্ধ করে অনেক রক্ত আর ত্যাগের বিনিময়ে অবশেষে তাঁরা স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত করেছিল। এ ধরনের চেতনা জাগানোর মতো উল্লেখযোগ্য বিষয় উদ্বোপকে নেই। উদ্বোপকে শুধু অসাম্প্রদায়িক চেতনার বিকাশ ঘটিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামে ব্রহ্মী হতে বলা হয়েছে। তাই বলা যায় যে, প্রশ্নোত্তর মন্তব্যটি যথার্থ নয়।

টপিকের ধারায় প্রণীত



সাধাৰণ বহুনির্বাচনি প্ৰক্ষেত্ৰ উৱেষ

ମୂଲପାଠ > ପାଠ୍ୟବିହି; ପୃଷ୍ଠା 31

- | | | |
|-----|--|---|
| ১২. | 'তোমরা আমার ভাই'— বঙ্গবন্ধু একথা কাদের উদ্দেশ্যে বলেছেন? | [নি. নং. '১১] |
| খ | ক) পাকিস্তানি শাসক
গ) সরকারি কর্মচারী | ব) সেনা সদস্য
ঘ) সকল বাঙালি |
| ১৩. | অ্যাসেম্বলিতে আলোচনার জন্য পশ্চিম পাকিস্তান থেকে কতজন সদস্য এখানে আসলেন? [আইডিয়াল কুল অ্যাড কলেজ, মতিখিল, ঢাকা; ডিকানুনিসা নূন কুল এড কলেজ, ঢাকা] | ক) ৩০ জন
গ) ৩৪ জন |
| ঘ | ব) ৩১ জন
ঘ) ৩৫ জন | |
| ১৪. | বঙ্গবন্ধু সামরিক আইনের কোনটি উইথেন্ড করার দাবি জানান? | [মতিখিল সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা] |
| খ | ক) রাষ্ট্র পরিচালনার বিধান
গ) পশ্চিম পাকিস্তানিদের অন্তর্ভুক্তি | ব) মার্শাল ল' |
| ঘ | ঘ) প্রয়োগ | |
| ১৫. | 'আজ বাংলার মানুষ মুক্তি চায়' বলতে কী বোঝানো হয়েছে? | [উত্তরা হাই কুল এড কলেজ, ঢাকা] |
| খ | ক) কারগার থেকে মুক্তি
গ) কাজের দায়িত্ব থেকে মুক্তি | ব) বন্দিদশা থেকে মুক্তি |
| ঘ | ঘ) শোষণ-নির্যাতন থেকে মুক্তি | |
| ১৬. | ৬ দফা আন্দোলনের মিছিলে গুলি করা হয় ১৯৬৬ সালের— | [রাজশাহী সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়] |
| খ | ক) ৬ জুন
গ) ৮ জুন | ব) ৭ জুন
ঘ) ৯ জুন |
| ১৭. | প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের প্রথম অধিবেশন কোথায় ডেকেছিলেন? [জয়পুরহাট সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়] | |
| ক | ক) ঢাকায়
গ) লাহোরে | ব) করাচিতে
ঘ) কলকাতা |
| ১৮. | প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া কত সালে ঢাকায় অধিবেশন ডেকেছিল? | [মানিকগঞ্জ সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়] |
| গ | ক) ১৯৭৩
গ) ১৯৭১ | ব) ১৯৭২
ঘ) ১৯৭৪ |
| ১৯. | বঙ্গবন্ধু কত সালে পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্তি পান? | [মানিকগঞ্জ সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়] |
| খ | ক) ১৯৭১
গ) ১৯৭৩ | ব) ১৯৭২
ঘ) ১৯৭৪ |
| ২০. | বাংলার মানুষের ইতিহাস কত বছরের? | [ব. বো. '১৫] |
| ঘ | ক) ২২
গ) ২৪ | ব) ২৩
ঘ) ২৫ |
| ২১. | কত সালে পূর্ব পাকিস্তানে গণঅভ্যর্থনা হয়? | |
| গ | ক) ১৯৫২
গ) ১৯৬৯ | ব) ১৯৫৪
ঘ) ১৯৭০ |
| ২২. | আইয়ুব খান ছিলেন— | |
| খ | ক) জনগণের শাসক
গ) সিভিল শাসক | ব) সামরিক শাসক
ঘ) গণতান্ত্রিক শাসক |
| ২৩. | আইয়ুব খানের পর ক্ষমতায় বসেন কে? | |
| ক | ক) ইয়াহিয়া খান
গ) খাজা নাজিমুদ্দিন | ব) মোহাম্মদ আলী জিমাহ
ঘ) জুলফিকার আলী ভুট্টো |
| ঘ | | |
| ২৪. | কে পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচন দিতে বাধ্য হন? | |
| খ | ক) মোহাম্মদ আলী জিমাহ
গ) খাজা নাজিমুদ্দিন | ব) ইয়াহিয়া খান
ঘ) জুলফিকার আলী |

৫৪. নির্বাচনের সময় 'পাকিস্তান পিপলস পার্টি'র (PPP) নেতা ছিলেন—
 ① জুলফিকার আলী ভুট্টো ④ আইয়ুব খান
 ② ইয়াহিয়া খান ⑤ মুহাম্মদ আলী জিনাহ
 ৫৫. 'ব্যারাক' অর্থ কী?
 ① প্রতিরোধ ④ সেনাছাউনি
 ② গ্র ⑤ অট্টালিকা

বিদ্যুৎ পাঠের উদ্দেশ্য ► পাঠ্যবই; পৃষ্ঠা 34

৫৬. শেখ মুজিবুর রহমানের বিখ্যাত ভাষণটি পাঠে শিক্ষার্থীরা কোন চেতনায় উদ্বৃক্ষ হবে?
 ① সৌন্দর্য চেতনায় ④ স্বদেশ চেতনায়
 ② গ্র মৃত্যু চেতনায় ⑤ যুদ্ধ চেতনায়

বিদ্যুৎ পাঠ-পরিচিতি ► পাঠ্যবই; পৃষ্ঠা 35

৫৭. বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ কত মিনিটের ছিল?
 [রা. বো. '১৮; য. বো. '১৬; ম. বো. '১৯; সকল বোর্ড '১৩]
 ① ১৬ ④ ১৭
 ② ১৮ ⑤ ১৯

৫৮. ছয় দফা কর্মসূচির লক্ষ্য ছিল—
 ① নেতাদের ব্যক্তিগত মুক্তি
 ② বাঙালির যুদ্ধপ্রিয়তা প্রকাশ ③ বাঙালির আংশিক মুক্তি
 ৫৯. শেখ মুজিবুর রহমানের আহ্বানে বাংলায় সর্বাঞ্চক অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয় কত তারিখ থেকে?
 ① ১ মার্চ ④ ২ মার্চ
 ② ৩ মার্চ ⑤ ৫ মার্চ

বিদ্যুৎ লেখক-পরিচিতি ► পাঠ্যবই; পৃষ্ঠা 35

৬০. বঙ্গবন্ধুর পিতার নাম কী? [মাঘুরা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়]
 ① শেখ ফজলুর রহমান ④ শেখ শামসুর রহমান
 ② ৬. শেখ মুনসুর রহমান ⑤ শেখ লুৎফর রহমান

৬১. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মায়ের নাম কী?
 [পাবনা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]
 ① সায়রা খাতুন ④ সায়েরা খাতুন
 ② ৬. সাহরা খাতুন ⑤ সাবেরা খাতুন

৬২. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর জন্মসাল কোনটি? [দি. বো. '১৬]
 ① ১৯২০ ④ ১৯২১
 ② ৬. ১৯২২ ⑤ ১৯২৩

৬৩. শেখ মুজিবুর রহমান কত তারিখে জন্মগ্রহণ করেন?
 ① ১ মার্চ ④ ৭ মার্চ
 ② ৬. ১৭ মার্চ ⑤ ২৭ মার্চ

৬৪. শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মস্থান—
 ① গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়া ④ গোলাপগঞ্জের টুঙ্গিপাড়া
 ৬. ৬. বরিশালের বাখেরগঞ্জ ৮. কুটিয়ার মেহেরপুর

৬৫. বহুবার কারাবরণ করেছেন কেন?
 [জ. বো. '১৭]
 ① সরকারের বিরুদ্ধে কথা বলার কারণে
 ② নিয়ম ভঙ্গ করার কারণে
 ৬. আইন লঙ্ঘন করার কারণে
 ৮. গণতান্ত্রিক আন্দোলনের কারণে

৬৬. শেখ মুজিবুর রহমানকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করা হয় কত সালে?
 [রা. বো. '১৫; কু. বো. '১৬; কু. বো. '১৫]
 ① ১৯৬৮ ৪. ১৯৬৯
 ৬. ৬. ১৯৭১ ৮. ১৯৭২

৬৭. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কখন থেকে রাজনীতি ও দেশৰক্তে যুক্ত হন?
 ① ছোটবেলা ৪. মধ্যবয়সে
 ৬. ৬. কৈশোরে ৮. ছাত্রজীবনে
৬৮. কোনটির ভিত্তি রচনায় বঙ্গবন্ধুর অবদান অপরিসীম?
 ১. সংবিধান ৪. বাঙালি জাতীয়তাবাদ
 ২. ২. সমাজতন্ত্র ৫. রাজতন্ত্র
৬৯. ৬ দফায় কীসের দাবি ছিল?
 ১. ১. বৈরশাসন ৪. সেনাশাসন
 ২. ২. স্বায়ভাসন ৫. স্বাধীনতা
৭০. দেশে ফিরে কোন পদের দায়িত্ব প্রাপ্ত করেন?
 ১. ১. রাষ্ট্রপতি ৪. প্রধানমন্ত্রী
 ২. ২. স্পিকার ৫. বরাট্রিমন্ত্রী
৭১. বঙ্গবন্ধুর শাসনামল ছিল—
 ১. ১. নৈরাজ্যপূর্ণ ৪. শান্তিপূর্ণ
 ২. ২. বিক্ষেভপূর্ণ ৫. সুখের
৭২. বঙ্গবন্ধুর শাসনামলে দেশে কত সালে দুর্ভিক্ষ হয়?
 ১. ১. ১৯৭২ ৪. ১৯৭৩
 ২. ২. ১৯৭৪ ৫. ১৯৭৫
৭৩. বঙ্গবন্ধুর শাসনামলে দেশে কয়েক লক্ষ লোক মারা যায়—
 ১. ১. আন্দোলনে ৪. সন্তাসী আক্রমণে
 ২. ২. ঘূর্ণিঝড়ে ৫. দুর্ভিক্ষে
৭৪. শেখ মুজিবুর রহমানের প্রকাশিত গ্রন্থ কোনটি?
 ১. ১. কারাগারের গল্প ৪. কারাগারের দুঃখ
 ২. ২. কারাগারের রোজনামচা ৫. কারাগারের ডায়েরি
৭৫. বাঙালির স্বায়ভাসনের দাবি 'ছয় দফা' আন্দোলনের মুখ্য প্রবন্ধ—
 ১. ১. মওলানা আব্দুল হামিদ খান তাসানী
 ২. ২. শেরেবাংলা এ. কে. ফজলুল হক
 ৩. ৩. শেখ মুজিবুর রহমান
 ৪. ৪. মেজের জিয়াউর রহমান
৭৬. শেখ মুজিবুর রহমানের অনুপস্থিতিতে গঠিত অস্থায়ী সরকারে তাঁকে কোন পদ দেওয়া হয়?
 ১. ১. অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি ৪. রাষ্ট্রপতি
 ২. ২. প্রধানমন্ত্রী ৫. মুখ্যমন্ত্রী
৭৭. শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালের কত তারিখে দেশে ফিরে আসেন?
 ১. ১. ১ জানুয়ারি ৪. ৫ জানুয়ারি
 ২. ২. ৮ জানুয়ারি ৫. ১০ জানুয়ারি
৭৮. শেখ মুজিবুর রহমান কত তারিখে এক সামরিক অভ্যর্থনার স্বারিবারে নিহত হন?
 ১. ১. ১০ জানুয়ারি, ১৯৭২ ৪. ১৫ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৪
 ২. ২. ১৫ই আগস্ট, ১৯৭৪ ৫. ১৫ই আগস্ট, ১৯৭৫

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর

৭৯. "ঐ শহিদের রক্তের উপর পাড়া দিয়ে আরটিসি-তে মুজিবুর রহমান যোগদান করতে পারে না।" উক্তিটিতে বঙ্গবন্ধুর যে বৈশিষ্ট্য কৃটে উঠেছে তা হলো—
 [কু. বো. '১৯]
 i. দৃঢ়তা
 ii. আপসহীনতা
 iii. কর্তৃত
 নিচের কোনটি সঠিক?
 ১. ১. i ও ii ২. i ও iii ৩. ii ও iii ৪. i, ii ও iii

৮০. বাংলাদের হাতে পাকিস্তানদের ক্ষমতা হস্তান্তর না করার সিদ্ধান্ত ছিল—
 i. অন্যায়
 ii. অপরিহার্য
 iii. অগণতাত্ত্বিক
 নিচের কোনটি সঠিক?
 (ক) i ও ii (খ) ii (গ) ii ও iii (ঘ) i ও iii
৮১. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর ৭ই মার্চের ভাষণ ছিল—
 [সকল বোর্ড ২০১২]
 i. মুক্তিসংগ্রামের আহ্বান
 ii. বৈষম্য থেকে মুক্তির আহ্বান
 iii. সংগ্রাম পরিষদ গড়ার আহ্বান
 নিচের কোনটি সঠিক?
 (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii
৮২. ‘এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম’— এই সংগ্রামের স্মৃতি বহন করছে—
 [ভোলা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়]
 i. জাতীয় স্মৃতিসৌধ
 ii. মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর
 iii. শহিদ মিনার
 নিচের কোনটি সঠিক?
 (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii
৮৩. ইয়াহিয়া খানের জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিতের ঘোষণাটি ছিল— [টেগ্রাম সরকারি বাণিক উচ্চ বিদ্যালয় সি ফ্লাগোর্স কে.জি.এন্ড হাই স্কুল, মৌলভীবাজার]
 i. অনিবার্য
 ii. ষড়যন্ত্রমূলক
 iii. উদ্দেশ্যমূলক
 নিচের কোনটি সঠিক?
 (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii
৮৪. অ্যাসেম্বলি কল করার পরিপ্রেক্ষিতে শেখ মুজিবুর রহমান দাবি উত্থাপন করেন—
 i. সামরিক আইন (মার্শাল-ল) প্রত্যাহার করা
 ii. সৈনিকদের ব্যারাকে ফিরে যাওয়া,
 iii. হত্যা তদন্ত ও জনপ্রতিনিধির হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর
 নিচের কোনটি সঠিক?
 (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii
৮৫. শেখ মুজিবুর রহমানের সংগ্রামশীল সভায় লক্ষণীয়—
 i. ক্ষমতার লোভ নেই
 ii. জনগণের অধিকার আদায়ে সংগ্রামশীল
 iii. গোপন আপস-রকায় সুপটু
 নিচের কোনটি সঠিক?
 (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii
৮৬. ‘শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ই মার্চের ভাষণটি ছিল প্রতিবান অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষণ’; যে বিষয়ের সম্পৃক্ততায় এ রাক্ষষি সত্য—
 i. আবেগে
 ii. বক্তব্যে
 iii. দিকনির্দেশনায়
 নিচের কোনটি সঠিক?
 (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii
৮৭. শাসনতন্ত্র হলো রাষ্ট্র পরিচালনায়—
 i. অনুশাসন
 ii. বিধানসমূহ
 iii. সংবিধান
 নিচের কোনটি সঠিক?
 (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৮৮. হরতালে চালু রাখতে বলেন—
 i. রেল
 ii. ওয়াপদা
 iii. লঞ্চ
 নিচের কোনটি সঠিক?
 (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii
৮৯. বঙ্গবন্ধুর মতে, বাংলার মানুষ পাকিস্তানের কবল থেকে চেয়েছিল—
 i. মুক্তি
 ii. বাঁচতে
 iii. অধিকার
 নিচের কোনটি সঠিক?
 (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii
৯০. UNESCO জাতিসংঘের যে ধরনের সংস্থা—
 i. শিক্ষা
 ii. বিজ্ঞান
 iii. সংস্কৃতি
 নিচের কোনটি সঠিক?
 (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii
৯১. শেখ মুজিবুর রহমানের প্রকাশিত গ্রন্থ হলো—
 i. অসমাঙ্গ আঞ্জীবনী
 ii. কারাগারের রোজনামচা
 iii. আমার দেখা নয়াচীন
 নিচের কোনটি সঠিক?
 (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii
- অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর**
- উদ্দীপকটি পড়ে ৯২ ও ৯৩ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :
 শাবাশ, বাংলাদেশ, এ পৃথিবী
 অবাক তাকিয়ে রয়
 জ্বলে-পুড়ে-মরে ছারখার
 তবু মাথা নোয়াবার নয়।
 [চ. বো. '১৮; য. বো. '১৭]
৯২. উন্মুক্ত চরণগুলোতে ‘এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম’ রচনার কোন দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে?
 (ক) দৃঢ় অঙ্গীকার (খ) স্বাধীনতার ডাক
 (গ) অধিকার প্রতিষ্ঠা (ঘ) আপসহীন মনোভাব
৯৩. প্রতিফলিত দিকটির সাথে সংগতিপূর্ণ উক্তি—
 (ক) তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে প্রত্বুত থাকো
 (খ) এবারের সংগ্রাম, স্বাধীনতার সংগ্রাম
 (গ) রক্ত যখন দিয়েছি রক্ত আরও দেব
 (ঘ) সাত কোটি মানুষকে দাবায়ে রাখতে পারবা না
- উদ্দীপকটি পড়ে ৯৪ ও ৯৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :
 “তিতুমীর, সূর্যসেন, নেতাজি সত্ত্বান এই
 বাংলাদেশের, বাংলার কথা বলতে গিয়ে বিশ্বটাকে কাঁপিয়ে দিল
 কার সে কঠিন !”
 [দি. বো. '১৫]
৯৪. উদ্দীপকে প্রতিফলিত দিকটি কোন রচনার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ?
 (ক) বাংলার বাংলা
 (খ) এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম
 (গ) বঙ্গভূমির প্রতি
 (ঘ) একুশের গান
৯৫. উল্লিখিত ভাবটির সাদৃশ্যপূর্ণ চরণ হলো—
 (ক) সাত কোটি মানুষকে দাবায়ে রাখতে পারবা না
 (খ) আমি কি ভুলিতে পারি
 (গ) এই পবিত্র বাংলাদেশ বাংলার
 (ঘ) মনের মন্দিরে সদা সেবে সর্বজন

- ১৫.** উদ্দীপকটি পড়ে ১৬ ও ১৭ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :
১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত সময়ে বাংলার ইতিহাস নর-নারীর আর্তনাদের ইতিহাস। বাংলার ইতিহাস এদেশের মানুষের রক্ত দিয়ে রাজপথ রঞ্জিত করার ইতিহাস।
[নোয়াখালী সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]
- ১৬.** উদ্দীপকে কোন নির্যাতনের কথা বলা হয়েছে?
i. পাকিস্তানি শাসকদের
ii. ব্রিটিশদের
iii. বগীদের
- নিচের কোনটি সঠিক?**
- ক** ③ i **খ** i ও ii **গ** i ও iii **ঘ** i, ii ও iii
- ১৭.** উদ্দীপকে কতটি বিশেষ সনের কথা স্মরণ করা হয়েছে?
ক ২টি **খ** ৩টি
- ধ** ৪টি **ঘ** ৫টি
- ১৮.** উদ্দীপকটি পড়ে ১৮ ও ১৯ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :
“স্বাধীনতাইনতায় কে বাঁচিতে চায় হে
কে বাঁচিতে চায়?
দাসত্ব-শৃঙ্খল বলো
কে পরিবে পায় হে
কে পরিবে পায়?”— (রঞ্জলাল বন্দ্যোপাধ্যায়)
- ১৯.** উদ্দীপকের কবিতাংশ ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ই মার্চের ভাষণের সারকথা—
i. শৃঙ্খলিত জীবনের চালচিত্র
ii. স্বাধীনতা লাভের স্বপ্নসাধ
iii. স্বাধীনতার স্বরূপ ও তাৎপর্য

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক** ③ i ও ii **খ** i ও iii
- গ** ii ও iii **ঘ** i, ii ও iii

১৯. উদ্দীপক ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাষণের আলোকে কোনটিকে ব্যক্তিজীবনের পরমার্থ বলে গণ্য করা যায়?

- ক** ভোগ-বিলাস ও উপভোগ **খ** স্বাধীনতা ও বেচ্ছাচারিতা
- গ** ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করা **ঘ** দেশমাতৃকার মুক্তিসংগ্রাম

২০. উদ্দীপকটি পড়ে ১০০ ও ১০১ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

শাবাশ, বাংলাদেশ; এ পৃথিবী
অবাক তাকিয়ে রয়।

জুলে-পুড়ে-মরে ছারখার

তবু মাথা নোয়াবার নয়।

১০০. উদ্দীপক ও ‘এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম’ রচনায় ফুটে উঠেছে বাঙালির—

- i. সংগ্রামী চেতনা
ii. ভীরুতা
iii. স্বাধীনতার জন্য দৃঢ়চেতনা

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক** ③ i ও ii **খ** i ও iii
- গ** ii ও iii **ঘ** i, ii ও iii

১০১. উদ্দীপক ও উক্ত রচনায় বাঙালির চেতনা জাগানোর ভিত্তি ছিল—

- ক** সমাজতন্ত্র **খ** গণতন্ত্র
- গ** বাঙালি জাতীয়তাবাদ **ঘ** পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদ

গুরুত্বপূর্ণ সূজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর**শিখনফলের ধারায় প্রণীত****প্রশ্ন ১৫ বরিশাল বোর্ড ২০১৮**

মহাত্মা গান্ধী দক্ষিণ আফ্রিকায় আইনজীবী হিসেবে কর্মরত ছিলেন। সেখানে তিনি বর্ণবাদের সম্মুখীন হন। বাধ্য হয়ে তিনি ভারতবর্ষে ফেরত আসেন। তিনি ছিলেন অহিংস ও অসহযোগ আন্দোলনের প্রবক্তা। তিনি ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে মূল নেতৃত্ব প্রদান করেন। অপার নির্যাতন ও অত্যাচার সহ্য করে তিনি স্বাধীন ভারতের অভূদয়ে শুধু ভূমিকা পালন করেন।

- ক. ‘জাতীয় পরিষদ’ কী? ১
- খ. আমি প্রধানমন্ত্রী চাই না— এ উক্তির কারণ ব্যাখ্যা কর। ২
- গ. উদ্দীপকের মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর সাদৃশ্যের দিকটি ‘এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম’ রচনা অবলম্বনে দেখাও। ৩
- ঘ. “উদ্দীপকের মহাত্মা গান্ধী ও বঙ্গবন্ধুর অবদান জাতির মুক্তির প্রশ্নে অভিন্ন কিন্তু তাদের কর্মকৌশল ও প্রজ্ঞা আলাদা”— মূল্যায়ন কর। ৪

১২. প্রশ্নের উত্তর**শিখনফল ১**

- ক** • ‘জাতীয় পরিষদ’ হচ্ছে ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি।
- খ** • আমি প্রধানমন্ত্রী চাই না— এ উক্তির কারণ বাংলার মানুষের ন্যায় দাবি আদায় ও অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জনের আন্দোলন-সংগ্রামে শেখ মুজিবুর রহমানের আপসহীনতা।
- পাকিস্তানি উপনিবেশিক রাষ্ট্র কাঠামো ভেঙে বাঙালির সার্বিক মুক্তি অর্জনের লক্ষ্যে ১৯৬৬ সালে শেখ মুজিবুর রহমান ছয় দফা কর্মসূচি ঘোষণা করে কারাবরণ করেন। ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে তাঁর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ নিরঙ্গুশ বিজয় অর্জন করে। তবু পক্ষিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী ক্ষমতা হস্তান্তর না করে বড়বড়ে লিপ্ত হয়। এর প্রতিবাদে ১৯৭১ সালে ২ মার্চ বাংলায় সর্বাত্মক অসহযোগ আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় ৭ই মার্চ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে তিনি এক

ঐতিহাসিক ভাষণ দেন। ১৮ মিনিটের এই ভাষণে তিনি প্রশ়ংসন্ত কথাটি বলে বাংলার মানুষের অধিকার আদায়ে তাঁর আপসহীন অবস্থান তুলে ধরেছেন।

- গ** • উদ্দীপকের মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে শেখ মুজিবুর রহমানের সাদৃশ্যের দিকটি হলো অধিকার আদায়ে সংগ্রামী চেতনা ও আন্দোলনে নেতৃত্ব দান।
- জাতিকে ঐক্যবন্ধ করতে যোগ্য নেতৃত্বের কোনো বিকল্প নেই। যুগে যুগে কালে কালে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন সময় যোগ্য নেতার আবির্ভাব ঘটেছে। তাঁরা স্বজাতিকে মুক্তির পথ দেখিয়েছেন। সাধারণ মানুষের ন্যায় অধিকার আদায়ে সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করেছেন। জাতির হৃদয়ে তাঁরা চির অমর।
 - উদ্দীপকে ভারতের অহিংস ও অসহযোগ আন্দোলনের প্রবক্তা মহাত্মা গান্ধীর ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে নেতৃত্বদানের দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে। এ আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতে গিয়ে তিনি ব্রিটিশ সরকারের নানা অত্যাচার-নির্যাতন সহ্য করেছেন। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে তাঁর এ অবদান ‘এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম’ রচনায় বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে শেখ মুজিবুর রহমানের অবদানের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। তিনিও মহাত্মা গান্ধীর মতো জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সব মানুষকে তাঁদের ন্যায় অধিকার আদায়ের সংগ্রামে জাগিয়ে তুলে ঐক্যবন্ধ করেছেন। তাঁর নেতৃত্বে বাংলার মানুষ শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে ঐক্যবন্ধ প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে। ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণে শেখ মুজিবুর রহমান এদেশের সর্বস্তরের মানুষকে স্বাধীনতা যুদ্ধে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। সেই ডাকে সাড়া দিয়েই বাঙালি মহান মুক্তিযুদ্ধে বৌপিয়ে পড়েছে এবং দেশকে শত্রুমৃক্ত করে স্বাধীন করেছে। তাই বলা যায় যে, উদ্দীপকের মহাত্মা গান্ধীর সাথে শেখ মুজিবুর রহমানের সাদৃশ্যের দিকটি হলো অধিকার আদায়ে সংগ্রামী চেতনা ও আন্দোলনে নেতৃত্ব দান।

- ক. • ‘উদ্দীপকের মহাজ্ঞা গান্ধী ও বঙ্গবন্ধুর অবদান জাতির মুক্তির প্রশ়িগ্নি, কিন্তু তাদের কর্মকৌশল ও প্রত্তি আলাদা’— মন্তব্যটি যথার্থ।
২. জগতে যুগে যুগে জ্ঞানিকে স্বাধীনতার স্বপ্নে বিভের করে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করতে বহু রাষ্ট্রনায়ক নেতার আবির্ভাব ঘটেছে। তারা জনগণকে ঐক্যবন্ধ করে সংগ্রামের পথে এগিয়ে দিয়েছেন। শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ ঐতিহাসিক ভাষণের মাধ্যমে বাঙালিকে ঐক্যবন্ধ করেছিলেন।
৩. ‘এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম’ রচনায় শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালি জাতির মুক্তির জন্য স্বাধীনতা সংগ্রামের ডাক দেন। তিনি পাকিস্তানি বৈরশাসনের নিগড় থেকে বাঙালিকে মুক্তির জন্য অনুপ্রাণিত করেন। তিনি এদেশের মানুষের অর্থনীতি, রাজনীতি ও সাংস্কৃতিক মুক্তির জন্য যে আন্দোলন, সংগ্রাম করে আসছিলেন, তা ৭ই মার্চের ভাষণে পুনরাবৃত্তি করে বাঙালিকে ঐক্যবন্ধ হয়ে ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তুলতে বলেন। তিনি শাসকদের বিরুদ্ধে বজ্রকচ্ছে উচ্চারণ করেন—“এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম-স্বাধীনতার সংগ্রাম।” শেখ মুজিবুর রহমানের এই আন্দোলন-সংগ্রাম মহাজ্ঞা গান্ধীর আন্দোলন-সংগ্রামের মতো নয়। মহাজ্ঞা গান্ধী বন্দেশি পণ্য প্রহণ এবং বিদেশি পণ্য বর্জনের অহিংস আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। ব্রিটিশদের অন্যায় আইনের প্রতিবাদ করেছিলেন। উদ্দীপকে বলা হয়েছে তিনি ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের নেতৃত্বদান করেন কিন্তু তা আলোচ্য প্রবন্ধে বর্ণিত শেখ মুজিবুর রহমানের মতো এতটা তেজোদীপ্ত ছিল না।
৪. ‘এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম’ রচনায় শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালিকে স্বাধীনতার জন্য যেভাবে ঐক্যবন্ধ করে মুক্তিযুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়তে অনুপ্রাণিত করেছিলেন, তা মহাজ্ঞা গান্ধীর পক্ষে সম্ভব হয়নি। বাঙালি কীভাবে তাদের অধিকার আদায়ের সংগ্রাম চালিয়ে যাবে সেই দিকনির্দেশনাও দিয়েছেন, যা উদ্দীপকে মহাজ্ঞা গান্ধীর আন্দোলনে প্রকাশ পায়নি। এসব দিক বিচারে তাই বলা যায়, প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ।

প্রশ্ন ০২ বিষয় : শেখ মুজিবুর রহমানের স্বাধীনতার ডাক।

শোন একটি মুজিবরের থেকে
লক্ষ মুজিবরের কঠিন্তরের ধ্বনি— প্রতিধ্বনি
আকাশে বাতাসে উঠে রপি
বাংলাদেশ, আমার বাংলাদেশ।

[তৎস্মতঃ : শোন একটি মুজিবরের থেকে— গোয়িপ্রসন্ন মজুমদার]

- ক. শেখ মুজিবুর রহমান কত সালে নিহত হন? ১
- খ. ‘বাংলার মানুষ মুক্তি চায়’, কেন?— ব্যাখ্যা কর। ২
- গ. উদ্দীপকের ভাবার্থ ‘এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম’ প্রবন্ধের কোন দিককে তুলে ধরেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. মিল থাকলেও “উদ্দীপকে ‘এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম’ রচনায় অনেক বিষয় অপ্রকাশিত রয়েছে।”— উক্তিটির যথার্থতা নিরূপণ কর। ৪

২নং প্রশ্নের উত্তর

► শিখনফল ১

- ক. • শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৫ সালে নিহত হন।
- খ. • পাকিস্তানি পরাধীনতার শেকল থেকে স্বাধীন হওয়ার জন্য বাংলার মানুষ মুক্তি চায়।
২. ১৯৭১ সালের ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণে শেখ মুজিবুর রহমান বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামের ডাক দেন। বাংলার মানুষ স্বাধীনতা চায়। তারা পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর পরাধীনতার শেকল থেকে মুক্তি চায়। বাংলার মানুষ তাদের ন্যায় অধিকার নিয়ে বাঁচার মতো বাঁচতে চায়। আর বাংলার মানুষের প্রাণের দাবির কথাগুলো শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর ভাষণে বলেছিলেন।

- গ. • উদ্দীপকের ভাবার্থ ‘এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম’ প্রবন্ধের শেখ মুজিবুর রহমানের স্বাধীনতা সংগ্রামের আহ্বানের দিককে তুলে ধরেছে।

- পরাধীনতার শেকল থেকে বাঙালি জাতির মুক্তির জন্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার ডাক দেন। ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চের ভাষণে তিনি বাঙালি জাতিকে স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাপিয়ে পড়ার আহ্বান জানান।

- ‘এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম’ প্রবন্ধে শেখ মুজিবুর রহমানের বাঙালি জাতির স্বাধীনতা অর্জনের দিকনির্দেশনার বিষয়টি উপস্থাপিত হয়েছে। ৭ই মার্চের ভাষণে তিনি পরাধীন বাঙালি জাতিকে মুক্ত করার জন্য স্বাধীনতা সংগ্রামের ডাক দেন। তাঁর ডাকে সাড়া দিয়ে বাংলার মানুষ মুক্তিযুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়ে। উদ্দীপকের ভাবার্থেও শেখ মুজিবুর রহমানের স্বাধীনতার আহ্বান প্রতিফলিত হয়েছে। তাঁর বজ্রকচ্ছে ভাষণ বাংলার আকাশে-বাতাসে ধ্বনিত হয়েছে। বাংলার মানুষ তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে মুক্তিযুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়ে এবং ছিনিয়ে আনে বাংলাদেশের স্বাধীনতা। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের ভাবার্থ প্রবন্ধে আলোচিত শেখ মুজিবুর রহমানের স্বাধীনতা সংগ্রামের আহ্বানের দিককে তুলে ধরেছে।

- ঘ. • “উদ্দীপকে ‘এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম’ প্রবন্ধের অনেক বিষয় অপ্রকাশিত রয়েছে।”— উক্তিটি যথার্থ।

- ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর থেকেই পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী বাঙালি জাতিকে বিভিন্নভাবে শোষণ করতে থাকে। বাঙালিরা বিভিন্ন সময়ে এই শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছে। পরবর্তী সময়ে শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকে সাড়া দিয়ে বাঙালি জাতি ছিনিয়ে আনে বাংলার স্বাধীনতা।

- উদ্দীপকে বাঙালি জাতির মুক্তির জন্য শেখ মুজিবুর রহমানের স্বাধীনতা সংগ্রামের আহ্বানের দিকটি উপস্থাপিত হয়েছে। বাংলার মানুষ সেই ডাকে সাড়া দিয়ে ছিনিয়ে আনে দেশের স্বাধীনতা। ‘এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম’ প্রবন্ধেও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বাধীনতার ডাক প্রকাশ পেয়েছে। ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চের সেই ভাষণের আহ্বানে সাড়া দিয়ে বাংলার লক্ষ লক্ষ মানুষ মুক্তিযুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়ে এবং ছিনিয়ে আনে বাংলাদেশের স্বাধীনতা। এছাড়াও প্রবন্ধে পাকিস্তানি শাসকদের শোষণ, বৈষম্য, বাঙালিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর না করা, বিভিন্ন ধারাবাহিক আন্দোলনের কথা প্রবন্ধে রয়েছে যা উদ্দীপকে অনুপস্থিত।

- ‘এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম’ প্রবন্ধে শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামের ডাক দেন, এ বিষয়টি উদ্দীপকেও প্রকাশ পেয়েছে। তবে রচনায় এমন অনেক বিষয় ও ভাব উঠে এসেছে যা উদ্দীপকে অপ্রকাশিত রয়েছে। তাই বলা যায়, প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ।

প্রশ্ন ০৩ বরিশাল বোর্ড ২০১৯

ইংরেজ শাসকদের কাছ থেকে উপমহাদেশের মুক্তির জন্য মহাজ্ঞা গান্ধী এক সময় এদেশের মানুষকে ঐক্যবন্ধ করেন। নানাভাবে তাদের মাঝে দেশপ্রেম জগ্নত করার চেষ্টা করেন। এরই ধারাবাহিক ফসল বন্দেশী আন্দোলন, অহিংস আন্দোলন ইত্যাদি। কালের বিবর্তনে জন্ম পাকিস্তান ও ভারত নামক দুটি পৃথক রাষ্ট্রে এবং পরবর্তীকালে বাংলাদেশের।

- ক. শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম কত তারিখ? ১
- খ. ৭ই মার্চের ভাষণকে ঐতিহাসিক ভাষণ বলার কারণ কী? ২
- গ. উদ্দীপকটিতে ‘এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম’ ভাষণের কোন দিকটি ফুটে উঠেছে তা ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. “উদ্দীপকটি যেন ‘এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম’ ভাষণটির মূলভাবকে ধারণ করে”— মন্তব্যটির যথার্থতা বিচার কর। ৪

- ২নং প্রশ্নের উত্তর
► শিখনফল ২

- ক. • শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম ১৯২০ খ্রিস্টাব্দের ১৭ মার্চ।

খ • শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ই মার্চের ভাষণকে ঐতিহাসিক ভাষণ বলা হয়; কারণ ঐ ভাষণে অনুপ্রাণিত হয়েই এদেশের মানুষ স্বাধীনতা যুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়ে।

• ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে শেখ মুজিবুর রহমান এক ঐতিহাসিক ভাষণ দেন। বাঙালিরা তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে মুক্তিযুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়ে এবং অনেক ত্যাগের বিনিময়ে দেশ স্বাধীন করে। আবেগে, বক্তব্যে, দিকনির্দেশনায় ওই ভাষণটি ছিল পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষণ। শেখ মুজিবুর রহমানের এই ভাষণটিকে ২০১৭ সালে ইউনেস্কো 'ইন্টারন্যাশনাল মেমোরি অব দ্য ওয়ার্ল্ড' রেজিস্টারে অন্তর্ভুক্ত করে। এই ভাষণের ঐতিহাসিক গুরুত্ব ও সুদূরপ্রসারী তাৎপর্যের জন্য এটিকে ঐতিহাসিক ভাষণ বলা হয়।

গ • উদ্দীপকটিতে 'এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম' ভাষণের শেখ মুজিবুর রহমানের অধিকার আদায়ের ক্ষেত্রে আপসহীন সংগ্রাম এবং আন্দোলনে নেতৃত্বদানের দিকটি ফুটে উঠেছে।

• জাতিকে ঐক্যবন্ধ করতে যোগ্য নেতৃত্বের কোনো বিকল্প নেই। যুগে যুগে কালে কালে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন সময় যোগ্য নেতৃত্বের আবির্ভাব ঘটেছে। তাঁরা স্বজাতিকে মুক্তির পথ দেখিয়েছেন।

• উদ্দীপকে ভারতের অহিংস ও অসহযোগ আন্দোলনের প্রবন্ধ মহাজ্ঞা গান্ধীর ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে নেতৃত্বদানের দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে। এ আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতে গিয়ে তিনি ব্রিটিশ সরকারের নানা অত্যাচার-নির্যাতন সহ্য করেছেন। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে তাঁর এ অবদান 'এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম' ভাষণে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে শেখ মুজিবুর রহমানের অবদানের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। তিনিও জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে বাঙালি জাতিকে তাঁদের ন্যায্য অধিকার আদায়ের সংগ্রামে জাগিয়ে তুলে ঐক্যবন্ধ করেছেন। তাঁর নেতৃত্বে বাংলার মানুষ শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে ঐক্যবন্ধ প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে। ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণে শেখ মুজিবুর রহমান এদেশের সর্বস্তরের মানুষকে স্বাধীনতা যুদ্ধে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। সেই ভাষণে সাড়া দিয়েই বাঙালি মহাজ্ঞা মুক্তিযুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়েছে এবং দেশকে শত্রুমুক্ত করে স্বাধীন করেছে। তাই বলা যায় যে, উদ্দীপকটিতে 'এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম' ভাষণের শেখ মুজিবুর রহমানের অধিকার আদায়ে সংগ্রামী চেতনা ও আন্দোলনে নেতৃত্বদানের দিকটি ফুটে উঠেছে।

ং • "উদ্দীপকটি যেন 'এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম' ভাষণটির মূলভাবকে ধারণ করে।"— মন্তব্যটি যথার্থ।

• জগতে যুগে যুগে স্বজাতিকে স্বাধীনতার স্বপ্নে বিভোর করে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করতে বহু রাষ্ট্রনায়কের আবির্ভাব ঘটেছে। তাঁরা জ্ঞানগণকে ঐক্যবন্ধ করে সংগ্রামের পথে এগিয়ে দিয়েছেন। শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ ঐতিহাসিক ভাষণের মাধ্যমে বাঙালিকে ঐক্যবন্ধ করেছিলেন।

• 'এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম' ভাষণে শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালি জাতির মুক্তির জন্য স্বাধীনতা সংগ্রামের ডাক দেন। তিনি পাকিস্তানি বৈরশাসনের নিগড় থেকে বাঙালিকে মুক্তির জন্য অনুপ্রাণিত করেন। তিনি এদেশের মানুষের অধনীতি, রাজনীতি ও সাংস্কৃতিক মুক্তির জন্য যে আন্দোলন, সংগ্রাম করে আসছিলেন, তা ৭ই মার্চের ভাষণে পুনরাবৃত্তি করে বাঙালিকে ঐক্যবন্ধ হয়ে ঘৰে ঘৰে দুর্গ গড়ে তুলতে বলেন। তিনি শাসকদের বিরুদ্ধে বক্তৃকষ্টে উচ্চারণ করেন— "এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।" শেখ মুজিবুর রহমানের এই আন্দোলন-সংগ্রামের সঙ্গে মহাজ্ঞা গান্ধীর আন্দোলন-সংগ্রামের সাদৃশ্য রয়েছে। মহাজ্ঞা গান্ধীও উপমহাদেশের মুক্তির জন্য দেশের মানুষকে ঐক্যবন্ধ করেন। নানাভাবে দেশবাসীর মনে দেশপ্রেম জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করেন।

• জাতিকে ঐক্যবন্ধ করতে যোগ্য নেতৃত্বের কোনো বিকল্প নেই। যুগে যুগে কালে কালে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন সময় যোগ্য নেতৃত্বের আবির্ভাব ঘটেছে। তাঁরা স্বজাতিকে মুক্তির পথ দেখিয়েছেন। সাধারণ মানুষের ন্যায্য অধিকার আদায়ে সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করেছেন। জাতির হৃদয়ে তাঁরা চির অমর। 'এবারের সংগ্রাম' স্বাধীনতার সংগ্রাম' ভাষণের মূলভাব এবং উদ্দীপকের মূলভাবে একই ভাব প্রকাশ পেয়েছে। সূতরাং বলা যায়, প্রশ়োক্ত মন্তব্যটি যথার্থ।

প্রশ্ন ০৪ বিষয় : জাতির দুর্দশায় জাতীয় নেতৃত্ব কামনা।

দুর্গম গিরি কাস্তার মরু, দুষ্টর পারাবার

লজিতে হবে রাত্রি নিশীথে, যাত্রীরা হুঁশিয়ার!

দুলিতেছে তরি, ফুলিতেছে জল, ভুলিতেছে মাঝি পথ,
ছিড়িয়াছে পাল, কে ধরিবে হাল, আছে কার হিমৎ?

কে আছে জোয়ান হও আগুয়ান হাঁকিছে ডবিষ্যৎ।

এ তুফান ভারি, দিতে হবে পাড়ি, নিতে হবে তরি পার।

তথ্যসূত্র : কাউরি হুঁশিয়ার— কাজী নজরুল ইসলাম।

ক. কত তারিখে অ্যাসেম্বলি কল করা হয়েছিল? ১

খ. পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের প্রথম অধিবেশন সম্পর্কে যা জান লেখ। ২

গ. উদ্দীপকের যাত্রীরা 'এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম' রচনার কাদের প্রতীক? নির্ণয় কর। ৩

ঘ. "জাতীয় জীবনে যোগ্য নেতৃত্বের ভূমিকা উদ্দীপক ও 'এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম' রচনায় সমভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।"— মন্তব্যটি যাচাই কর। ৪

৪নং প্রশ্নের উত্তর

► শিখনফল ২

ক • ২৫ তারিখে অ্যাসেম্বলি কল করা হয়েছিল।

খ • ইয়াহিয়া খান পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের প্রথম অধিবেশনের ঘোষণা দেন ১৯৭১ সালের ৩৩ মার্চ ঢাকায়, কিন্তু কোনো কারণ ছাড়াই ১লা মার্চ তা আবার স্থগিত ঘোষণা করেন।

• ১৯৭১ সালের ৩ মার্চ ইয়াহিয়া খান পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদের প্রথম অধিবেশন ভাবেন এবং কোনো কারণ ছাড়াই তা বন্ধও করে দেন। পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ এ ঘোষণা শুনেই বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। সারাদেশে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে দুর্বার গতিতে। বাংলার জনগণ প্রতিবাদী হয়ে ওঠে।

ং • উদ্দীপকের যাত্রীরা 'এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম' রচনার বাঙালি জাতির প্রতীক।

• একটি জাতির জীবনে বিভিন্ন সময়ে নানা রকম বাধা আসে। সেসব বাধা-বিঘ্ন ঐক্যবন্ধভাবে মোকাবিলা করতে হয়। সব বাধা পেরিয়ে অধিকার আদায়ের সংগ্রামে এগিয়ে যেতে হয়।

• উদ্দীপকে দুর্দশাগ্রস্ত যাত্রীদের কথা বর্ণিত হয়েছে, যারা যাত্রাপথে কঠিন বিপদের সম্মুখীন। তাই তাদেরকে হুঁশিয়ার করা হয়েছে ভেঙে না পড়ার জন্য। অন্যদিকে 'এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম' রচনায় দুর্দশাগ্রস্ত বাঙালি জাতির কথা তুলে ধরা হয়েছে। তাঁরা পাকিস্তানি শাসকবর্গের শোষণের জ্ঞাতাকদে পিট, যা তাদের জীবনকে করেছে বিষময়। এসব দিক বিচারে তাই বলা যায়, উদ্দীপকের যাত্রীরা আলোচ্য রচনার বাঙালি জাতির প্রতীক।

ঘ • "জাতীয় জীবনে যোগ্য নেতৃত্বের ভূমিকা উদ্দীপক ও 'এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম' রচনায় সমভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।"— মন্তব্যটি যথার্থ।

• জাতির সংকটময় মুহূর্তে জাতীয় নেতৃত্বের ভূমিকা অপরিসীম। কারণ যোগ্য নেতৃত্বই পারে শোষিত-নিপীড়িত জাতিকে মুক্তির পথ দেখাতে, সবাইকে একই পতাকাতলে সমবেত করতে।

- উদ্দীপকে জাতীয় নেতৃত্বের কথা বলা হয়েছে। এখানে জাতি চরম দুর্দশাগ্রস্ত। তাই যোগ্য নেতৃত্ব প্রত্যাশা করা হয়েছে। অন্যদিকে ‘এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম’ রচনায় শেখ মুজিবুর রহমানের যোগ্য নেতৃত্বের বিষয় বর্ণিত হয়েছে। বাঙালি জাতি যখন পাকিস্তানি শাসকবর্গের অত্যাচারে অতিষ্ঠ, তখন তিনিই বাঙালিকে মুক্তির পথ দেখিয়েছেন।
- উদ্দীপকে জাতির মুক্তির জন্য সুযোগ্য জাতীয় নেতৃত্ব আহ্বান করা হয়েছে। কারণ একটি জাতির মুক্তির জন্য যোগ্য নেতার ভূমিকা অনব্যাকীর্য। আর আলোচ্য রচনায় বাঙালিকে মুক্তির পথ দেখিয়েছেন শেখ মুজিবুর রহমান। তাঁর যোগ্য নেতৃত্বের কারণেই বাঙালি জাতি মুক্তিযুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়ে। এসব কারণে তাই বলা যায়, প্রশ্নেক্ষণ মন্তব্যটি যথার্থ।

প্রশ্ন ০৫ কুমিল্লা বোর্ড ২০১৭, ২০১৪

দক্ষিণ আফ্রিকার অবিসংবাদিত নেতা নেলসন ম্যাডেলা সারাজীবনই সংগ্রাম করেছেন বর্ণবাদের বিরুদ্ধে। এ কারণে তিনি জেল, জুলুম, অত্যাচার ও নির্যাতনের শিকার হন সাতাশটি বছর। তিনি ছিলেন কানা অভ্যন্তরে কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি বিজয়ী হন। মানবতা ও স্বাধীনতার কেতন উড়িয়ে দেন বিশ্বের আকাশে।

- ক. রেসকোর্স ময়দানের বর্তমান নাম কী? ১
 খ. '২৩ বছরের করুণ ইতিহাস' বলতে কী বোঝানো হয়েছে? ২
 গ. নেলসন ম্যাডেলার সাথে বঙ্গবন্ধুর গুণাবলির সাদৃশ্য ব্যাখ্যা কর। ৩
 ঘ. 'মানবতা ও স্বাধীনতার কেতন উড়িয়ে দেন বিশ্বের আকাশে।' বাক্যটি তোমার পাঠ্যবইয়ের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৪

৫নং প্রশ্নের উত্তর

► শিখনফল ৩

- ক. ০ রেসকোর্স ময়দানের বর্তমান নাম— সোহরাওয়ার্দি উদ্যান।
 খ. ০ '২৩ বছরের করুণ ইতিহাস' বলতে ১৯৪৭ সালে ভারত ভাগ থেকে শুরু করে ১৯৭১ সালের পূর্ব পর্যন্ত বাঙালির নানাভাবে নিপীড়িত-নির্যাতিত হওয়াকে বোঝানো হয়েছে।
 ০ ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর থেকেই শাসকগোষ্ঠী বাঙালিদের শোষণ করতে থাকে। এর বিরুদ্ধে বাঙালিরা বিভিন্ন সময়ে আন্দোলন-সংগ্রাম করেছে। প্রতিবারই বাংলার মানুষকে শাসকদের নির্দেশে নির্বিচারে হত্যা করা হয়েছে। তাদের এই অন্যায় আচরণ ও শোষণের বিরুদ্ধে শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে এক ঐতিহাসিক ভাষণের মাধ্যমে বাঙালিকে ঐক্যবন্ধ করেন। সেখানে তিনি বাঙালির ২৩ বছরের করুণ ইতিহাস তুলে ধরে তাদেরকে স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাপিয়ে পড়ার আহ্বান জানান।

- গ. ০ উদ্দীপকের নেলসন ম্যাডেলার সাথে শেখ মুজিবুর রহমানের সংগ্রামী চেতনা, যোগ্য নেতৃত্বের সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়।
 ০ যেকোনো জাতির উন্নয়নে সঠিক নেতৃত্ব অনেক গুরুত্বপূর্ণ। জাতির চরম দুর্যোগের মুছুর্তে একজন সৎ ও যোগ্য নেতাই পারেন দেশ ও জাতিকে বিপদগুর্ত করে সুন্দর ও সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করতে।
 ০ শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে এদেশের মানুষ মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে দেশকে স্বাধীন করে। শেখ মুজিবুর রহমানের জনগণকে ঐক্যবন্ধ করে অধিকার আদায় সংগ্রামে অনুপ্রাপ্তি করার এই গুণাবলি উদ্দীপকের নেলসন ম্যাডেলার গুণাবলির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। দক্ষিণ আফ্রিকার এই নেতাও বর্ণবাদের বিরুদ্ধে আজীবন সংগ্রাম করে গেছেন। শেষে তিনিই বিজয়ী হয়ে মানবতা ও স্বাধীনতার কেতন উড়িয়েছেন বিশ্বের আকাশে। শেখ মুজিবুর রহমানও বাংলার

স্বাধীনতা অর্জনে বাঙালি জাতিকে উন্মুক্ত করেন। তাঁর আহ্বানে নাড়া দিয়েই এ জাতি স্বাধীনতা অর্জন করে।

- ব. ০ 'মানবতা ও স্বাধীনতার কেতন উড়িয়ে দেন বিশ্বের আকাশে'— এ বাক্যটি 'এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম' ভাষণটির ক্ষেত্রে গভীর তাৎপর্যপূর্ণ।

- জাতির ভাগ্যোয়ানে সৎ ও যোগ্য নেতার যথার্থ নেতৃত্ব একান্ত অপরিহার্য। যুগে যুগে নিপীড়িত জাতি এমন নেতাই প্রত্যাশা করে।

- উদ্দীপকের দক্ষিণ আফ্রিকার অবিসংবাদিত নেতা নেলসন ম্যাডেলা বর্ণবাদের বিরুদ্ধে সারাজীবন সংগ্রাম করেছেন। শেষাবধি তিনি বিজয়ী হন এবং মানবতা ও স্বাধীনতার বিজয় কেতন উড়িয়ে দেন বিশ্বের আকাশে। শেষেক্ষণে এই বাক্যটি 'এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম' ভাষণটির ক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ।

- ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে শেখ মুজিবুর রহমান এক ঐতিহাসিক ভাষণ দেন। এই ভাষণে তিনি বাঙালি জাতিকে স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাপিয়ে পড়ার আহ্বান জানান। যার পরিপ্রেক্ষিতে এদেশের সর্বস্তরের মানুষ মুক্তিযুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়ে দীর্ঘ নয় মাস মরণপণ লড়াই করে বাংলার আকাশে স্বাধীনতার সূর্যকে ছিনিয়ে আনে। উদ্দীপকের নেলসন ম্যাডেলা ও উভয়েই সাধারণ ও নিপীড়িত মানুষকে জাগ্রত করেছেন। তাদের অধিকার আমাদের জন্য লড়াই-সংগ্রাম করতে উন্মুক্ত করেছেন। যার ফলশ্রুতিতে দক্ষিণ আফ্রিকার মানুষ ও বাঙালি জাতি স্বাধীনতার কেতন উড়াতে পেরেছে। তাই আমরা বলতে পারি যে, 'মানবতা ও স্বাধীনতার কেতন উড়িয়ে দেন বিশ্বের আকাশে' এ বাক্যটি আলোচ্য ভাষণের ক্ষেত্রে গভীর তাৎপর্যপূর্ণ।

প্রশ্ন ০৬ বগুড়া জিলা স্কুল

দক্ষিণ আফ্রিকার অবিসংবাদী নেতা নেলসন ম্যাডেলা বর্ণবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে জেল, জুলুম ও নির্যাতনের শিকার হন। নির্বাসিত জীবনযাপন করেন। ক্ষমতাসীন শাসকগোষ্ঠী তাঁর জীবন থেকে কেড়ে নেয় ২৭টি বছর। কিন্তু তিনি কখনও অন্যায়ের কাছে মাথা নত করেননি। অবশেষে জয় হয় মানবতার, অবসান ঘটে বর্ণবাদের।

- ক. বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণের ব্যাপ্তি কত মিনিট ছিল? ১
 খ. 'ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল'— এ আহ্বান করা হয়েছিল কেন? ২
 গ. উদ্দীপকের নেলসন ম্যাডেলার চরিত্রের সঙ্গে শেখ মুজিবুর রহমানের চরিত্রের সাদৃশ্যপূর্ণ দিকটি তুলে ধর। ৩
 ঘ. উদ্দীপকের নেলসন ম্যাডেলা এবং শেখ মুজিবুর রহমান দুজনই চিরন্তন প্রেরণার আদর্শ— বিশ্লেষণ কর। ৪

৬নং প্রশ্নের উত্তর

► শিখনফল ৩

- ক. ০ বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণের ব্যাপ্তি ১৮ মিনিট।

- খ. ০ সৈরাচারী শাসকগোষ্ঠী যাতে এদেশের মানুষকে অন্যায়ভাবে শাসন-শোষণ ও হত্যা করতে না পারে সে জন্য শেখ মুজিবুর রহমান 'প্রত্যেকের ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল' কথাটি বলেছিলেন।

- গ. ০ ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর থেকেই শাসকগোষ্ঠী বাঙালিদের ওপর শোষণ করতে থাকে। এর বিরুদ্ধে বাঙালিরা বিভিন্ন সময়ে আন্দোলন করে। প্রতিবারই শাসকদের নির্দেশে নির্বিচারে বাঙালিদের হত্যা করা হয়। তাদের এই অন্যায় আচরণ আর শোষণের বিরুদ্ধে শেখ মুজিবুর রহমান ৭ই মার্চের ভাষণের মাধ্যমে বাঙালিকে ঐক্যবন্ধ করে শত্রুদের বিরুদ্ধে সর্বাঞ্চক আন্দোলনের প্রস্তুতি নেওয়ার আহ্বান জানান। তিনি এদেশের সর্বস্তরের মানুষকে বলেন— 'প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল'।

গ • উদ্দীপকের নেলসন ম্যাডেলোর সাথে শেখ মুজিবুর রহমানের সংগ্রামী চেতনা, যোগ্য নেতৃত্বের সাদৃশ্য খুজে পাওয়া যায়।

• যেকোনো জাতির উন্নয়নে সঠিক নেতৃত্ব অনেক গুরুত্বপূর্ণ। জাতির চরম দুর্যোগের মুহূর্তে একজন সৎ ও যোগ্য নেতাই পারেন দেশ ও জাতিকে বিপদমুক্ত করে সুন্দর ও সন্তানবানাময় ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করতে।

• বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বেই এদেশের মানুষ মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে দেশকে স্বাধীন করে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জনগণকে ঐক্যবন্ধ করে অধিকার আদায় সংগ্রামে অনুপ্রাণিত করার এই গুণাবলি উদ্দীপকের নেলসন ম্যাডেলোর গুণাবলির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। দক্ষিণ আফ্রিকার এই নেতাও বর্ণবাদের বিরুদ্ধে আজীবন সংগ্রাম করে গেছেন। শেষে তিনিই বিজয়ী হয়ে মানবতা ও স্বাধীনতার কেতন উড়িয়েছেন বিদেশের আকাশে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানও বাংলার স্বাধীনতা অর্জনে বাঙালি জাতিকে উদ্বৃত্ত করেন। তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়েই এই জাতি স্বাধীনতা অর্জন করে।

ঘ • নেলসন ম্যাডেলো আর শেখ মুজিবুর রহমান উভয়ই চিরস্মৃত প্রেরণার উৎস— মন্তব্যটি যথার্থ।

• জাতির ভাগ্যের পথে সৎ ও যোগ্য নেতার যথার্থ নেতৃত্ব একান্ত অপরিহার্য। যুগে যুগে নিপীড়িত জাতি এমন নেতাই প্রত্যাশা করে।

• উদ্দীপকের দক্ষিণ আফ্রিকার অবিসংবাদিত নেতা নেলসন ম্যাডেলো বর্ণবাদের বিরুদ্ধে সারাজীবন সংগ্রাম করেছেন। শেষাবধি তিনি বিজয়ী হন এবং মানবতা ও স্বাধীনতার বিজয় কেতন উড়িয়ে দেন বিদেশের আকাশে। ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে শেখ মুজিবুর রহমান এক ঐতিহাসিক ভাষণ দেন। এই ভাষণে তিনি বাঙালি জাতিকে স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাপিয়ে পড়ার আহ্বান জানান। যার পরিপ্রেক্ষিতে এদেশের সর্বস্তরের মানুষ মুক্তিযুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়ে দীর্ঘ নয় মাস মরণপণ লড়াই করে বাংলার আকাশে স্বাধীনতার সূর্যকে ছিনিয়ে আনে।

• উদ্দীপকের নেলসন ম্যাডেলো ও উভয়েই সাধারণ ও নিপীড়িত মানুষকে জাগৰত করেছেন। তাদের অধিকার আদায়ের জন্য লড়াই-সংগ্রাম করতে উদ্বৃত্ত করেছেন। যার ফলশ্রুতিতে দক্ষিণ আফ্রিকার মানুষ ও বাঙালি জাতি স্বাধীনতার কেতন উড়াতে পেরেছে। তাদের চিন্তা-চেতনা, জীবন সংগ্রাম ও আত্মত্যাগ যুগ যুগ ধরে শোষিত মানুষকে সংগ্রাম করে অধিকার আদায় করতে প্রেরণা জাগায়। তাই আশরা বলতে পারি যে, প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ।

প্রশ্ন ০৭ সিলেট বোর্ড ২০১৭

উদ্দীপক (i) প্রিয় ফুল খেলবার দিন নয় অদ্য ধ্বংসের মুখোমুখি আমরা,

উদ্দীপক (ii) শতাদীলাঙ্গুত্তি আর্তের কানা প্রতি নিঃশ্বাসে আনে লজ্জা মৃত্যুর ভয়ে ভীরু বসে ধাকা, আর না— পরো-পরো যুদ্ধের সজ্জা।

ক. আরটিসি-এর পূর্ণরূপ কী?

১

খ. 'এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'— উক্তিটি বুঝিয়ে লেখ। ২

গ. উদ্দীপক (i) 'এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম' রচনার কোন দিককে ইঙ্গিত করেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপক (ii)-এর চেতনা 'এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম' রচনাটির মূল চেতনাকে ধারণ করে— মন্তব্যটির যথার্থতা বিচার কর। ৪

৭নং প্রশ্নের উত্তর

► শিখনফল ৪

ক • আরটিসি-এর পূর্ণরূপ রাউন্ড টেবিল কনফারেন্স।

খ • 'এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম' বলতে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামকে বোঝানো হয়েছে।

• ১৯৫২ সালে ভাষা-আন্দোলনে মায়ের ভাষার মর্যাদা রক্ষায় এদেশের সাহসী সন্তানরা থাণ দিয়েছে। ১৯৬৬ সালের ৬ দফা আন্দোলনে এ দেশের ছেলেদের হত্যা করা হয়েছে। ১৯৬৯ সালে এ দেশের মানুষ বৈরাচারী আইয়ুব খানের পতনের জন্য সংগ্রাম করেছে। ১৯৭১ সালের মুক্তির সংগ্রামে বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য এদেশের মানুষ সর্বোচ্চ ত্যাগস্থীকার করেছে। দীর্ঘদিনের পরাধীনতার নাগপাশ থেকে মুক্তি লাভ করেছে। এই লক্ষ্যেই শেখ মুজিবুর রহমান ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণে বলেছিলেন— 'এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'।

গ • উদ্দীপক (i) 'এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম' রচনার দেশের সংকটময় মুহূর্তের দিককে ইঙ্গিত করেছে।

• আমাদের জাতীয় জীবনে বিভিন্ন সময়ে নানা প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে আসে নানা রকম বাধা। এমন সময় হাত গুটিয়ে বসে না থেকে ঐক্যবন্ধভাবে বাধা-বিঘ্ন মোকাবিলা করে এগিয়ে যেতে হয়।

• 'এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম' রচনার দুর্দশাগ্রস্ত বাঙালি জাতির কথা তুলে ধরা হয়েছে। পাকিস্তানি শাসকদের অত্যাচারে বাঙালি জাতি ছিল পরাধীনতার শেকলে বন্দি। পাকিস্তানি শাসকবর্গের শোষণের জাতাকলে পিট হয়ে বাঙালি জাতির সুখ-স্বচ্ছন্দ্য হারিয়ে জীবন বিষময় হয়ে ওঠে। উদ্দীপক (i)-এর কবিতাংশেও জাতির সংকটময় মুহূর্তের কথা বলা হয়েছে। জাতি যখন ধ্বংসের মুখোমুখি দাঢ়ায় তখন আর নিশ্চুপ বসে থাকার সময় থাকে না। সবাইকে তখন প্রতিবাদী হয়ে উঠতে হয়। উদ্দীপক (i) 'এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম' রচনার এই বিশেষ দিককেই ইঙ্গিত করেছে।

ঘ • "উদ্দীপক (ii)-এর চেতনা 'এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম' রচনাটির মূল চেতনাকে ধারণ করে।"— মন্তব্যটি যথার্থ।

• স্বাধীনতা প্রতিটি মানুষের জন্মগত অধিকার। কেউ কখনো পরাধীনতার শেকলে আবন্ধ থাকতে চায় না। বাঙালি জাতিও যোগ্য নেতার আহ্বানে প্রিয় বিদেশকে মুক্ত করার স্বপ্ন দেখেছিল।

• 'এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম' রচনায় শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালি জাতির মুক্তি ও স্বাধীনতা সংগ্রামের ডাক দেন। পাকিস্তানি শাসকবর্গের বৈরিতায় বাঙালি জাতি কোণঠাসা হয়ে পড়ে। কিন্তু অধিকারবণ্ডিত লাখ লাখ মানুষ স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখেছিল। শেখ মুজিবুর রহমানের এই আহ্বানই 'এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম' ঐতিহাসিক ভাষণ। তাঁর এ স্বাধীনতার ডাক ছিল পাকিস্তানি বৈরশাসনের নিগড় থেকে বাঙালি জাতিকে মুক্ত করার এক দীপ্ত আহ্বান। বাঙালি জাতিও তাঁর এ আহ্বানে সাড়া দিয়ে জাতিকে পরাধীনতার বেড়াজাল থেকে মুক্ত করার লক্ষ্যে স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাপিয়ে পড়ে। উদ্দীপকে (ii)-এ দীর্ঘকাল ধরে লাঙ্গুলি আর্তের কানার দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে। মৃত্যুর ভয়ে ভীরু হয়ে বসে না থেকে যুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়ার আহ্বান প্রকাশ পেয়েছে সেখানেও।

• 'এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম' রচনায় শেখ মুজিবুর রহমান পরাধীন বাঙালি জাতিকে মুক্ত করার আহ্বান জানিয়েছেন। রচনার মূল চেতনায় ছিল বাঙালি জাতির স্বাধীনতা সংগ্রামের ডাক। আর এই বিষয়টির প্রতিফলন উদ্দীপক (ii)-এর চেতনাতেও রয়েছে। তাই বলা যায়, প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ।



প্রশ্ন ০৮ বরিশাল বোর্ড ২০১৭

বিজয় দিবসে লিপি তার বাবার সাথে জাতীয় সূতিসৌধে ফুল দিতে যায়। বাবা তাকে বুঝিয়ে দেন সাতজন বীরশ্রেষ্ঠের প্রতীক হিসেবে নির্মিত হয়েছে এর সাতটি স্তম্ভ। তখন লিপির মনে কৌতুহল জাগে বৃন্দিজীবী সূতিসৌধ, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরসহ মুক্তিযুদ্ধের সূতিবিজড়িত অন্যান্য স্থাপনা ঘুরে দেখার। সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণের ভাস্কর্যটি তাকে গভীরভাবে আকৃষ্ট করে। মুঞ্চ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে স্বাধীনতার মহানায়ককে নিয়ে স্বপ্নের জাল বুনতে বুনতে তারা পৌছে যায় মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে। সেখানে '৭১-এর হানাদারদের অত্যাচারের চিত্র দেখে লিপি অনেকক্ষণ হতবাক থেকে বলে ওঠে, 'কী ভয়াবহ নিষ্ঠুরতা!'

ক. মার্শাল ল' অর্থ কী? ১

খ. 'আমরা যখন মরতে শিখেছি, তখন কেউ আমাদের দাবাতে পারবে না।'— উক্তিটি বুঝিয়ে লেখ।

গ. উদ্দীপকের লিপির যে অনুভূতি তাকে ভীষণভাবে অনুপ্রাণিত করে তা 'এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম' রচনার আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের নির্মিতার চিত্র 'এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম' রচনায় বর্ণিত চিত্রের সমান্তরাল বলা যায় কি? তোমার উভরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৮নং প্রশ্নের উত্তর

► শিখনফল ৪

ক: • মার্শাল ল' অর্থ সামরিক আইন।

খ: • 'আমরা যখন মরতে শিখেছি, তখন কেউ আমাদের দাবাতে পারবে না।'— শেখ মুজিবুর রহমান এ কথার মাধ্যমে বাঙালির আপসহীন সংগ্রামের দিকটিকে নির্দেশ করেছেন।

• ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান সুষ্টির পর থেকে বাঙালি জাতি নানাভাবে পশ্চিম-পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর দ্বারা বঞ্চনার শিকার হয়ে আসছিল। ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের পর তারা নতুনভাবে ঘৃণ্যন্ত শুরু করে। বঞ্চনার সাথে যুক্ত হয় নিপীড়ন, অত্যাচার। এই পটভূমিতেই ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ এক ঐতিহাসিক ভাষণ দেন। ১৮ মিনিটের ওই ভাষণে তিনি বাঙালির মুক্তি না হওয়া পর্যন্ত স্বাধীনতা সংগ্রামের আহ্বান জানান। এখানে তিনি প্রশ়ংসনোভ উক্তিটি করেন। যার মাধ্যমে নিপীড়িত বাঙালি জাতির আপসহীন সংগ্রামী মনোভাবের দিকটি উঠে এসেছে।

গ: • উদ্দীপকের লিপির যে অনুভূতি তাকে ভীষণভাবে আকৃষ্ট ও অনুপ্রাণিত করে তা 'এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম' রচনার ক্ষেত্রে গভীর তাৎপর্যপূর্ণ।

• বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভিত্তি রচনায় বঙ্গবন্ধুর অবদান অপরিসীম। তাঁর দেখানো পথে হেঁটেই বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে। তিনি আমাদের সংগ্রামী জীবনচেতনার অনুপ্রেরণা।

• উদ্দীপকের লিপি মুক্তিযুদ্ধের সূতিবিজড়িত বিভিন্ন সূতি স্মারক স্থাপনা দেখার আগ্রহ প্রকাশ করে। সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে বঙ্গবন্ধুর শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণের ভাস্কর্যটি তাকে গভীরভাবে আকৃষ্ট ও অনুপ্রাণিত করে। তার এই অনুপ্রেরণার উৎসটি 'এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম' রচনার ক্ষেত্রে গভীর তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ এটি শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ভাষণ নিয়েই রচিত হয়েছে। এ ভাষণে তিনি বাঙালি জাতির স্বাধীনতা সংগ্রামের আহ্বান জানান। যা পরবর্তীতে মুক্তিযোদ্ধাদের অনুপ্রেরণার উৎস হিসেবে কাজ করে। তাঁর নির্দেশিত পথেই এদেশের সর্বস্তরের মানুষ যার যা কিছু ছিল তা নিয়েই মহান মুক্তিযুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়ে

কাঞ্চিত স্বাধীনতা অর্জন করে। এভাবেই উদ্দীপকের লিপির অনুপ্রেরণার উৎসটি রচনাটিতে তাৎপর্যমন্তিত হয়ে উঠেছে।

ঘ: • উদ্দীপকের নির্মিতার চিত্র 'এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম' রচনায় বর্ণিত চিত্রের সমান্তরাল বলা যায়।

• ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর থেকে পশ্চিম পাকিস্তানিয়া বাঙালির ওপর নানা অবিচার, বঞ্চনা, নিপীড়ন চালিয়ে আসছিল। বাঙালি জাতি তার বিরুদ্ধে বুখে দাঢ়ায়। একের পর এক নিপীড়িত ও নির্যাতিত হতে হতে তারা সশস্ত্র সংগ্রামে ঝাপিয়ে পড়ে।

• উদ্দীপকে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে সংরক্ষিত মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি সেনাদের অত্যাচারের চিত্রের কথা বলা হয়েছে, যা দেখে লিপি হতবাক হয়ে যায়। এ বিষয়টি 'এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম' রচনায় বর্ণিত চিত্রের সমান্তরাল বলা যায়। কারণ বঙ্গবন্ধুর এই ভাষণের মধ্যে বাঙালির উপর পাকিস্তানিদের নানা অত্যাচারের কথা প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে উপস্থাপন করেছেন, যা উদ্দীপকের নিষ্ঠুরতার চিত্রের সমান্তরাল।

• শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন একজন দ্রুদৃষ্টি দেশনেতা। তিনি পাকিস্তানিদের আচরণ ও কার্যকলাপ দেখে আগে থেকেই তাদের দুরভিসন্ধি আঁচ করতে পেরেছিলেন। তাদের কৃতকর্ম অর্থাৎ নানা অত্যাচার যেমন বায়ান ভাষণ আন্দোলন, উনসভরের গণঅভ্যুত্থানসহ নানা অত্যাচারের কথা প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে উপস্থাপন করেছেন, যা উদ্দীপকের নিষ্ঠুরতার চিত্রের সমান্তরাল।

প্রশ্ন ০৯ বিষয় : শেখ মুজিবুর রহমান ও স্বাধীনতার ডাক।

বাংলার মানুষের কথা, দেশের কথা তাঁকে নিয়ত ভাবায়। তিনি পার হন কলেজের চৌকাঠ। আরো বড় হন তিনি। যুক্ত হন রাজনীতির সঙ্গে। গরিব মানুষের দুঃখ দূর করার জন্য আন্দোলন করেন। ১৯৭১ সালে ডাক দেন স্বাধীনতার। এই খোকা আমাদের বঙ্গবন্ধু।

ক. ছয় দফা আন্দোলন করে সালে হয়েছিল? ১

খ. "রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরও দেব"— কথাটি ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকটি 'এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম' রচনার সঙ্গে কীভাবে সম্পর্কিত— বিশ্লেষণ কর। ৩

ঘ. "উদ্দীপকে 'এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম' রচনার অনেকাংশ অঞ্চলিক রয়ে গেছে।" — উক্তিটির যথার্থতা বিচার কর। ৪

৯নং প্রশ্নের উত্তর

► শিখনফল ৫

ঘ: • ছয় দফা আন্দোলন ১৯৬৬ সালে হয়েছিল।

ঘ: • "রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরও দেব"— কথাটি সাত কোটি বাঙালি মনে সঞ্চার করেছিল মুক্তিযুদ্ধের চেতনা। কারণ পাকিস্তানের জন্ম থেকে পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ অবিবেচক পশ্চিম পাকিস্তানের মানুষের হাতে নানাভাবে শোষণ-বঞ্চনার শিকার হচ্ছিল।

• অবশেষে সেই শোষণের বিরুদ্ধে রেসকোর্স ময়দানে ৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের ভাষণের মাধ্যমে বাংলাদেশ জেগে উঠেছিল। পশ্চিম পাকিস্তানের সমস্ত অন্যায় বুখে দিতে বাংলার মানুষ অনুপ্রেরণা নিয়েছিল বঙ্গবন্ধুর জ্বালাময়ী ভাষণ থেকে। প্রশ়ংসনোভ কথাটি বারা তিনি জীবন দিয়ে হলো বাঙালিকে তার স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনতে দৃঢ়প্রতিষ্ঠ করার প্রয়াস পেয়েছেন।

গ: • 'এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম' প্রবন্ধে বর্ণিত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বাধীনতার ডাক দেওয়ার সঙ্গে উদ্দীপকটি সম্পর্কিত।

• বাঙালি জাতির স্বাধীনতা অর্জনের পেছনে যে মহান নেতার অবদান অনন্ধিকার্য, তিনি হলেন শেখ মুজিবুর রহমান। যার ডাকে সাড়া দিয়ে বাংলার মানুষ নিজেদের মুক্ত করে পরাধীনতার শেকল থেকে, ছিনিয়ে আনে দেশের স্বাধীনতা।

• উদ্দীপকে শেখ মুজিবুর রহমান এবং ১৯৭১ সালে তাঁর দেওয়া স্বাধীনতার ডাকের কথা বলা হয়েছে। যিনি সর্বদা ভেবেছেন বাংলার মানুষের কথা, দেশের কথা। দেশের মানুষের স্বাধীনতার জন্য যিনি আন্দোলন করেন। ‘এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম’ প্রবন্ধেও শেখ মুজিবুর রহমানের স্বাধীনতার ডাক দেওয়ার বর্ণনা রয়েছে। প্রকাশ পেয়েছে শেখ মুজিবুর রহমানের ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে স্বাধীনতার ডাক দেওয়ার কথা। এদিক থেকেই উদ্দীপকটি ‘এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম’ রচনার সঙ্গে সম্পর্কিত।

য. • “উদ্দীপকে ‘এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম’ রচনার অনেকাংশ অপ্রকাশিত রয়ে গেছে।”— উক্তিটি যথার্থ।

• পাকিস্তানি শাসকরা তাদের শোষণের জাল বিস্তার করে এদেশের মানুষের ওপর অন্যায়-অত্যাচার শুরু করে। শোষণের বেড়াজালে আবস্থ বাঙালি জাতিকে মুক্ত করতে এগিয়ে আসেন শেখ মুজিবুর রহমান। তাঁর স্বাধীনতার ডাকে সাড়া দিয়ে অধিকার আদায়ের সংগ্রামে ঝাপিয়ে পড়ে বাংলার মানুষ।

• ‘এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম’ প্রবন্ধে শেখ মুজিবুর রহমান এদেশের মানুষকে পরাধীনতার শেকল থেকে মুক্ত করতে কীভাবে তাঁর ভাষণের মাধ্যম স্বাধীনতার ডাক দেন তাঁর বর্ণনা রয়েছে। এদেশের মানুষকে স্বাধীনতা অর্জনে দিকনির্দেশনা দানের বিষয়টি ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। তাঁর ভাষণে বলেছেন, ‘এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।’ তিনি স্বাধীনতা অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত তিনি সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেন। উদ্দীপকেও এই ভাষণের মূল কথাটিই প্রতিফলিত হয়েছে। শতাব্দী ধরে লাঞ্ছিত আর্তের কানা দূর করার জন্য এসেছে যুদ্ধের আহ্বান। মৃত্যুর ভয়ে ভীরুর মতো চৃপচাপ বসে না থেকে যুদ্ধের সে আহ্বান উদ্দীপকের কবিতাংশে রয়েছে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায়, উদ্দীপকটি আলোচ্য রচনার স্বাধীনতা সংগ্রামের আহ্বানের দিকটিকে ইঙ্গিত করে।

• উদ্দীপকে শেখ মুজিবুর রহমানের কথা বলা হয়েছে। যিনি বাংলার মানুষের মুক্তির লক্ষ্যে ১৯৭১ সালে ডাক দেন স্বাধীনতার। ‘এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম’ প্রবন্ধে শেখ মুজিবুর রহমানের সেই স্বাধীনতার ডাকের কথা বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে। সেই সঙ্গে তুলে ধরা হয়েছে বাঙালির বঞ্চিত জীবন ও পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর কৃটচালের চিত্র। আলোচ্য রচনার অনেক বিষয় উদ্দীপকে প্রকাশ পায়নি। তাই বলা যায়, প্রশ্নে মন্তব্যটি যথার্থ।

প্রশ্ন ১০	আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন পাবলিক স্কুল ও কলেজ, বগুড়া শতাব্দীলাঞ্ছিত আর্তের কানা প্রতি নিঃশ্বাসে আনে লজ্জা মৃত্যুর ভয়ে ভীরু বসে থাকা, আর না— পরো পরো যুদ্ধের সজ্জা।	১
ক.	‘ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি’ অর্থ কী?	১
খ.	“জেনারেল ইয়াহিয়া খান সাধারণ নির্বাচন দিতে বাধ্য হন”— কথাটি ব্যাখ্যা কর।	২
গ.	উদ্দীপকটি ‘এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম’ রচনার যে দিকটিকে ইঙ্গিত করে তা আলোচনা কর।	৩
ঘ.	উদ্দীপকের চেতনাই যেন ‘এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম’ রচনার মূল চেতনাকে ধারণ করেছে— বিশ্লেষণ কর।	৪

খ. • জেনারেল ইয়াহিয়া খান প্রেসিডেন্ট পদ গ্রহণ করার পর জনগণের জোর দাবির মুখে পাকিস্তানে সাধারণ নির্বাচন দিতে বাধ্য হন।

• ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের প্রেক্ষাপটে ক্ষমতাচ্যুত হন জেনারেল আইয়ুব খান। ক্ষমতা গ্রহণ করেন জেনারেল ইয়াহিয়া খান। তিনিও নির্বাচন দিতে তালবাহানা শুরু করেন। অবশেষে জনগণের চাপের মুখে সাধারণ নির্বাচন দিতে বাধ্য হন।

গ. • উদ্দীপকটি ‘এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম’ রচনার স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাপিয়ে পড়ার আহ্বানের দিকটিকে ইঙ্গিত করে।

• ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার ডাক দেন। তাঁর অগ্রিম কঠে ধ্বনিত হয়— ‘এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।’ এদিন তিনি বাংলাদেশের মানুষকে শত্রুর বিরুদ্ধে ঝুঁকে দাঢ়ানোর আহ্বান জানান। তাঁর বজ্রকঠের আহ্বানে সাড়া দিয়ে বাঙালি মহান মুক্তিযুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়ে।

• ‘এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম’ রচনায় শেখ মুজিবুর রহমানের এ দেশের মানুষকে স্বাধীনতা অর্জনের দিকনির্দেশনা দানের বিষয়টি উপস্থাপন করা হয়েছে। তিনি বাঙালির এবারের সংগ্রামকে স্বাধীনতা অর্জনের সংগ্রাম বলেছেন। তাই বাঙালির স্বাধীনতা অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত তিনি সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেন। উদ্দীপকেও এই ভাষণের মূল কথাটিই প্রতিফলিত হয়েছে। শতাব্দী ধরে লাঞ্ছিত আর্তের কানা দূর করার জন্য এসেছে যুদ্ধের আহ্বান। মৃত্যুর ভয়ে ভীরুর মতো চৃপচাপ বসে না থেকে যুদ্ধের সে আহ্বান উদ্দীপকের কবিতাংশে রয়েছে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায়, উদ্দীপকটি আলোচ্য রচনার স্বাধীনতা সংগ্রামের আহ্বানের দিকটিকে ইঙ্গিত করে।

ঘ. • উদ্দীপকের চেতনাই যেন ‘এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম’ রচনার মূল চেতনাকে ধারণ করেছে।— মন্তব্যটি যথার্থ।

• ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে শেখ মুজিবুর রহমান যে ভাষণ দিয়েছিলেন তা ছিল বাঙালির সঙ্গীবন্মী শক্তি। এ ভাষণের মাধ্যমেই মুক্তিপ্রেরণায় বাঙালি উজ্জীবিত হয়ে মুক্তিযুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়েছিল।

• ‘এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম’ রচনায় শেখ মুজিবুর রহমান পরাধীন বাঙালি জাতির মুক্তির জন্য স্বাধীনতা সংগ্রামের ডাক দেন। শৈরাচারী পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর হাত থেকে বাংলাদেশকে মুক্ত করার মানসে তিনি ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ বিশাল জনসভায় স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য সবাইকে প্রস্তুত থাকার আহ্বান জানান। উদ্দীপকের কবিতাংশেও যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হওয়ার আহ্বান রয়েছে। তা শতাব্দীলাঞ্ছিত আর্তের কানা দূর করার আহ্বান। মৃত্যুর ভয়ে, প্রতি নিশাসে লজ্জা নিয়ে বসে না থেকে মুক্তির লক্ষ্যে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হওয়ার জন্য কবির আহ্বান ধ্বনিত হয়েছে।

• ‘এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম’ রচনায় শেখ মুজিবুর রহমানের তেজোদীপ্ত ভাষণে বাঙালি জাতি স্বাধীনতা অর্জনের জন্য অনুপ্রাণিত হয়েছে। এ ভাষণে উদ্দীপ্ত হয়েই সর্বস্তরের লাখো মানুষ মুক্তিযুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়ে তাদের কাঞ্চিত স্বাধীনতা অর্জন করে। শেখ মুজিবুর রহমানের ভাষণের এই চেতনার দিকটি উদ্দীপকেও প্রতিফলিত হয়েছে। এই দিক বিচারে তাই বলা যায়, উদ্দীপকের চেতনাই যেন ‘এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম’ রচনার মূল চেতনাকে ধারণ করেছে।

অধিকতর অনুশীলন সহায়ক সূজনশীল প্রশ্নব্যাংক

- ১। সোহরাওয়ার্দি উদ্যানের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় রাতুলকে তার বাবা বললেন— এটি একটি ঐতিহাসিক স্থান। এখানেই বাংলার অবিসংবাদিত নেতা ভাষণ দিয়েছিলেন। রাতুল বাবার কাছে এ বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি বললেন— ‘বাঙালিদের জীবনে পাকিস্তানি শাসন ও শোষণের অন্ধকার পথ পাড়ি দিতে এ ভাষণই ছিল উজ্জ্বল এক আলোর মশাল।’
- ক. সোহরাওয়ার্দি উদ্যানের পূর্বের নাম কী ছিল? ১
- খ. শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালির ইতিহাসকে ২৩ বছরের মুর্মুরু নর-নারীর আর্তনাদের ইতিহাস বলেছেন কেন? ২
- গ. উদ্দীপকে রহমান সাহেব কোন ঐতিহাসিক ঘটনাকে ইঙ্গিত করেছেন— ‘এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম’ রচনার আলোকে তা ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. উদ্দীপকের শেষে রাতুলের বাবার মন্তব্যটি ‘এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম’ রচনার আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪



মাস্টার ট্রেইনার প্যানেল কর্তৃক প্রশ্নীত

- ২। শত বছরে শত সংগ্রাম শেষে;
রবীন্দ্রনাথের মতো দৃঢ় পায়ে হেঁটে
অতঃপর কবি এসে জনতার মণ্ডে দাঁড়ালেন।
* * * *
- কে রোধে তাঁহার বজ্জকঠ বাণী?
গণসূর্যের মঞ্চ কাঁপিয়ে কবি শোনালেন তাঁর অমর কবিতাখানি:
'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম,
এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।'
- ক. কত সালে গণঅভ্যুত্থান হয়েছিল? ১
- খ. “ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল” এ আহ্বান করা হয়েছিল
কেন? ২
- গ. উদ্দীপকটি ‘এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম’ প্রবন্ধটির
সাথে কীভাবে সম্পর্কিত— বিশ্লেষণ কর। ৩
- ঘ. “বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ-ই মূলত
স্বাধীনতার আহ্বান”— উদ্দীপক ও ‘এবারের সংগ্রাম
স্বাধীনতার সংগ্রাম’ প্রবন্ধের আলোকে উক্তিটি মূল্যায়ন
কর। ৪

জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর



প্রশ্ন ১। প্রস্তুতি উপযোগী জ্ঞানমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ১। ব্যারাক কী? [সি. বো. '১৬]

উত্তর : ব্যারাক হচ্ছে— সেনাছাউনি।

প্রশ্ন ২। কত সালে গণঅভ্যুত্থান হয়েছিল? [য. বো. ১৪]

উত্তর : ১৯৬৯ সালে গণঅভ্যুত্থান হয়েছিল।

প্রশ্ন ৩। প্রেসিডেন্ট হিসেবে কে অ্যাসেম্বলি ডেকেছিলেন? [সকল বোর্ড ২০১২]

উত্তর : প্রেসিডেন্ট হিসেবে ইয়াহিয়া খান অ্যাসেম্বলি ডেকেছিলেন।

প্রশ্ন ৪। শেখ মুজিবুর রহমান কত সালে ‘বঙ্গবন্ধু’ উপাধিতে ভূষিত হন? [পটুয়াখালী সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]

উত্তর : শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৬৯ সালে ‘বঙ্গবন্ধু’ উপাধিতে ভূষিত হন।

প্রশ্ন ৫। পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচনের ফলাফল কী হয়?

উত্তর : পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে।

প্রশ্ন ৬। কবে শেখ মুজিবুর রহমান ঐতিহাসিক ভাষণ দেন?

উত্তর : ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে শেখ মুজিবুর রহমান ঐতিহাসিক ভাষণ দেন।

প্রশ্ন ৭। “পূর্ববাংলা থেকে পক্ষিয় পাকিস্তানে এক পন্থসাও চালান হতে পারবে না।”— এটা কার হুকুম?

উত্তর : শেখ মুজিবুর রহমানের।

প্রশ্ন ৮। বাংলার মানুষ কী চায়?

উত্তর : বাংলার মানুষ মুক্তি চায়, বাঁচতে চায় আর অধিকার চায়।

টপিকের ধারায় প্রশ্নীত



প্রশ্ন ৯। ২৩ বছরের ইতিহাস কীসের আর্তনাদের ইতিহাস?

উত্তর : ২৩ বছরের ইতিহাস মুর্মুরু নরনারীর আর্তনাদের ইতিহাস।

প্রশ্ন ১০। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে কারা জয়লাভ করেছিল?

উত্তর : ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফুন্ট জয়লাভ করেছিল।

প্রশ্ন ১১। শেখ মুজিব কার কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবি করেছিলেন?

উত্তর : জনগণের প্রতিনিধির কাছে।

প্রশ্ন ১২। শেখ মুজিবুর রহমান এদেশের মানুষকে কী অনুরোধ করেছিলেন?

উত্তর : ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলার অনুরোধ করেছিলেন।

প্রস্তুতি উপযোগী অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ১। ‘আজ দুঃখভারক্তৃত মন নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি’— শেখ মুজিবুর রহমান কথাটি কেন বলেছিলেন? [কু. বো. '১৫]

অথবা, ‘আজ দুঃখ ভারক্তৃত মন নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি’— বলতে কী বোঝানো হয়েছে? [সি. বো. '১৬]

উত্তর : ‘আজ দুঃখভারক্তৃত মন নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি’— শেখ মুজিবুর রহমান সামরিক জাত্তার শাসন-শোষণে তাঁর মনের অবস্থা বোঝাতে এ কথাটি বলেছেন।

পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী পূর্ব পাকিস্তান অর্ধাং বর্তমান বাংলাদেশকে নিজেদের খুশিমতো শাসন-শোষণ করত। শেখ মুজিবুর রহমান দেখেছেন তাঁর বাঙালি ভাইদের রক্তে রাজপথ লাল হয়েছে। লজিত হয়েছে মানুষের বাঁচার আধিকার। নির্বাচনে জয় লাভ করেও ক্ষমতা হস্তান্তর করেনি পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী। এসব দেখে তিনি দুঃখ পেয়েছেন। আর তাই তিনি দুঃখ-ভারক্তৃত মন নিয়ে ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ দাঁড়িয়েছিলেন লাখো বাঙালির সামনে।

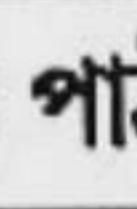
প্রশ্ন ২। এই বাংলায়— হিন্দু-মুসলমান, বাঙালি, অবাঙালি যারা আছে তারা আমাদের ভাই।— উক্তিটির অর্থ বুঝিয়ে দেখ।

[বাজবাড়ী সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]

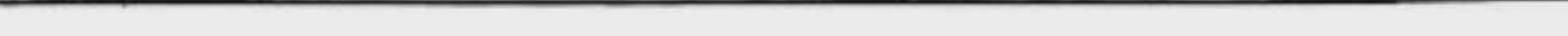
উত্তর : “এই বাংলায়— হিন্দু-মুসলমান, বাঙালি, অবাঙালি যারা আছে তারা আমাদের ভাই”— উক্তিটির মাধ্যমে শেখ মুজিবুর রহমানের বাংলার মানুষের প্রতি গভীর ভালোবাসা ও অসাম্প্রদায়িক চেতনা প্রকাশ পেয়েছে।

শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালির মহান নেতা, স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি। ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চের ভাষণে তিনি স্বাধীনতার জন্য ধর্ম-বর্ণের পার্থক্য না করে এদেশের সর্বস্তরের মানুষকে ঐক্যবন্ধ হয়ে শত্রুর মোকাবিলা করার আহ্বান জানান। তিনি ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবাইকে নিজের ভাই বলে পরিচয় দেন। যার মধ্য দিয়ে বাংলার সব মানুষের প্রতি তাঁর গভীর ভালোবাসা ও অসাম্প্রদায়িক চেতনা প্রকাশ পেয়েছে।

অনুশীলনীর কর্ম-অনুশীলন ও সমাধান



পাঠ্যবইয়ের পৃষ্ঠা নম্বর সংবলিত



কর্ম-অনুশীলন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কোন কোন আন্দোলনে কী জাতীয় ভূমিকা রেখেছেন, সে সম্পর্কে একটি রচনা লেখ (একক কাজ)।

► পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা 35

সমাধান :

কাজের ধরন : একক কাজ।

কাজের উদ্দেশ্য : বাংলাদেশের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ আন্দোলনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভূমিকা সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা অবগত হবে এবং দেশপ্রেমে উদ্বৃদ্ধ হবে।

কাজের নির্দেশনা : বাঙালির ন্যায্য অধিকারের দাবিতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যে যে আন্দোলনে যেসব ভূমিকা পালন করেছেন তা নিম্নরূপ—

কাজের বর্ণনা :

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভূমিকা : ১৯৫২ সালে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে আন্দোলন জোরদার করতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। তিনি বাংলা ভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ‘সর্বদলীয় কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ’ গঠন করার বিষয়ে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। এ জন্য তাঁকে কারাবরণ করতে হয়েছিল।

১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্টের আন্দোলন : বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্টের প্রার্থী হিসেবে প্রাদেশিক আইন পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন এবং যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার মন্ত্রিত্ব লাভ করেন। এ বছরে দেশে গর্বনর শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা হলে তিনি অসংগতির বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করেন। এজন্য তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। এরকম উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে তাঁর রাজনৈতিক জীবন চলতে থাকে।

১৯৬৬-এর ছয় দফা আন্দোলন : ১৯৬৬ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারি লাহোরে তিনি বাঙালির মুক্তির সনদ হিসেবে খ্যাত ‘ছয় দফা’ দাবি উত্থাপন করেন। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী সেই দাবিকে মেনে না নিলে তিনি তীব্র আন্দোলন-সংগ্রামের ডাক দেন। এ সময় নিরাপত্তা আইনে তাঁকে আটক করা হয়। ‘ছয় দফা’ দাবি উত্থাপন করার অপরাধে তাঁর বিরুদ্ধে ‘আগরতলা মামলা’ দিয়ে তাঁকে কারাবন্দ করা হয়।

১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান : ১৯৬৯ সালে উত্তাল আন্দোলনে কেন্দ্রীয় ছাত্রসংগ্রাম পরিষদ ‘আগরতলা মামলা’ প্রত্যাহার ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তি দাবি করেন। ‘৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানের প্রভাবে ২২শে ফেব্রুয়ারি আগরতলা মামলা প্রত্যাহার করে নিয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্যান্য বন্দিকে মুক্তি দেওয়া হয়। ১৯৬৯ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারি ‘কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ’ কর্তৃক ঢাকার তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে নাগরিক সংবর্ধনায় তাঁকে ‘বঙ্গবন্ধু’ উপাধিতে ভূষিত করা হয়। ১০ই মার্চ রাওয়ালপিডিতে আইয়ুব খানের গোল টেবিল বৈঠকে যোগদান করে আওয়ামী লীগের ৬ দফা ও ছাত্র সমাজের ১১ দফা দাবি উপস্থাপন করে বলেন— গণ-অসংগ্রাম নিরসনে ৬ দফা ও ১১ দফার ভিত্তিতে আঞ্জলিক স্বায়ত্ত্বাসন প্রদান ছাড়া আর কোনো বিকল্প নেই।

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ : দীর্ঘ নয় মাস অনেক রক্ত ও ত্যাগের বিনিময়ে বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করে। অন্ধকার অমানিশার সেই দুঃসময় অতিক্রান্ত করে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতিকে দিয়ে গেছেন এক মুক্ত স্বাধীন আবাসভূমি।

সুপার সাজেশন



মাস্টার ট্রেইনার প্যানেল কর্তৃক নির্বাচিত

100% প্রস্তুতি উপযোগী প্রশ্ন সংবলিত সুপার সাজেশন

প্রিয় শিক্ষার্থী, অর্ধ-বার্ষিক ও বার্ষিক পরীক্ষার জন্য মাস্টার ট্রেইনার প্যানেল কর্তৃক নির্বাচিত এ গদ্যটিতে সংযোজিত গুরুত্বপূর্ণ বহুনির্বাচনি, সূজনশীল, জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্নসমূহ নিচে উপস্থাপন করা হলো। 100% প্রস্তুতি নিশ্চিত করতে উল্লিখিত প্রশ্নসমূহের উত্তর ভালোভাবে শিখে নাও।

শিরোনাম	৭★ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন	৫★ তুলনামূলক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন
● বহুনির্বাচনি প্রশ্নের	এ অধ্যায়ের প্রতিটি বহুনির্বাচনি প্রশ্নের ভালোভাবে শিখে নাও।	
● সূজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর	২, ৪, ৬	১, ৫, ৮, ১০
● জ্ঞানমূলক প্রশ্ন ও উত্তর	১, ২, ৫, ৭	৪, ৮, ১২
● অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর	১	২

এক্সক্লুসিভ টিপস ► সূজনশীল প্রতিভা বিকাশ ও মেধা যাচাইয়ের লক্ষ্যে অনুশীলনী ও অন্যান্য প্রশ্নের ভালোভাবে শিখে নাও।



যাচাই ও মূল্যায়ন



অধ্যায়ের প্রশ্ন ও দক্ষতা যাচাইয়ের লক্ষ্য
ক্লাস টেস্ট আকারে উপস্থাপিত প্রশ্নব্যাংক

ক্লাস টেস্ট

বাংলা প্রথম পত্র

অন্তর্মণি

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা (প্রতিটি প্রশ্নের মান ১)

$1 \times 15 = 15$

[সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উভর পত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসংবলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/ সর্বোৎকৃষ্ট উভরের বৃত্তি বল পরোচ্চে
কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। সকল প্রশ্নের উভর দিতে হবে। প্রশ্নপত্রে কোনো প্রকার দাগ/চিহ্ন দেওয়া যাবে না।]

১. ছয় দফা আন্দোলন কত সালে হয়?
ক. ১৯৬৬ খ. ১৯৬৭ গ. ১৯৬৮ ঘ. ১৯৬৯
২. ৬ দফা আন্দোলনের মিছিসে গুলি করা হয়
১৯৬৬ সালের—
ক. ৬ জুন খ. ৭ জুন গ. ৮ জুন ঘ. ৯ জুন
৩. প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া কত সালে ঢাকায়
অধিবেশন ডেকেছিল?
ক. ১৯৭৩ খ. ১৯৭২ গ. ১৯৭১ ঘ. ১৯৭৪
৪. কত সালে পূর্ব পাকিস্তানে গণঅভ্যুত্থান হয়?
ক. ১৯৫২ খ. ১৯৫৪ গ. ১৯৬৯ ঘ. ১৯৭০
৫. কার কার্তে বাংলার রাজপথ রঞ্জিত হয়েছে?
ক. বাঙালির খ. পাকিস্তানিদের
গ. নেতার ঘ. ছাত্রের
৬. আইনুব ধান কত সালে মার্শাল-ল জারি করে?
ক. ১৯৫০ খ. ১৯৫২ গ. ১৯৫৪ ঘ. ১৯৫৮
৭. কত দিনের হরতালের কথা বলা হয়েছে?
ক. ৭ দিন খ. ১০ দিন
গ. ১৫ দিন ঘ. ২০ দিন

৮. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কত তারিখে
জন্মগ্রহণ করেন?
ক. ১ মার্চ খ. ৭ মার্চ
গ. ১৭ মার্চ ঘ. ২৭ মার্চ
৯. বঙ্গবন্ধুর শাসনামলে দেশে কত সালে
দুর্ভিক্ষ হয়?
ক. ১৯৭২ খ. ১৯৭৩ গ. ১৯৭৪ ঘ. ১৯৭৫
১০. “— দাগ শুকায় নাই।” শূন্যস্থানে বসবে—
ক. রাস্তের খ. শোকের
গ. হৃদয়ের ঘ. অশান্তির
১১. বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ
কত মিনিটের ছিল?
ক. ১৬ খ. ১৭ গ. ১৮ ঘ. ১৯
১২. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর ৭ই
মার্চের ভাষণ ছিল—
i. মুক্তিসংগ্রামের আহ্বান
ii. বৈষম্য থেকে মুক্তির আহ্বান
iii. সংগ্রাম পরিষদ গঢ়ার আহ্বান

- নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii
- উদ্দীপকটি পড়ে ১৩ ও ১৪ নং প্রশ্নের উভর দাও:
১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত সময়ে
বাংলার ইতিহাস নর-নারীর আর্তনাদের
ইতিহাস। বাংলার ইতিহাস এদেশের মানুষের
রক্ত দিয়ে রাজপথ রঞ্জিত করার ইতিহাস।
১৩. উদ্দীপকে কোন নির্যাতনের কথা বলা হয়েছে?
i. পাকিস্তানি শাসকদের
ii. ব্রিটিশদের iii. বগীদের
- নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i খ. i ও ii গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii
১৪. উদ্দীপকে কতটি বিশেষ সনের কথা স্মরণ
করা হয়েছে?
ক. ২টি খ. ৩টি গ. ৪টি ঘ. ৫টি
- ‘Withdraw’ শব্দের অর্থ কী?
ক. প্রত্যাহার খ. সেনাছাউনি
গ. উচ্চ আদালত ঘ. সামরিক আইন

সৃজনশীল প্রশ্ন (প্রতিটি প্রশ্নের মান ১০)

$10 \times 2 = 20$

যেকোনো ২টি প্রশ্নের উভর দাও :

- ১। অহিংসার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয় গণতন্ত্র— যেখানে সবারই সমান
স্বাধীনতা থাকে। যেখানে প্রত্যেকেই হবে তার জগৎ-নিয়ন্তা। এটাই সেই
গণতন্ত্র যাতে আপনাদের আজ অংশগ্রহণ করতে আহ্বান জানাচ্ছ।
একদিন আপনারা বুবাতে পারবেন, হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে পার্থক্য
ভূলে যাওয়া এবং আপনারা আপনাদের শুধু মানুষ মনে করবেন, এবং
সবাই একত্র হয়ে স্বাধীনতার আন্দোলনে বৃত্তি হবেন।
ক. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম কত তারিখে?
খ. ‘বাংলার ইতিহাস এদেশের মানুষের রক্ত দিয়ে রাজপথ রঞ্জিত
করার ইতিহাস’— বলতে কী বোঝানো হয়েছে?
গ. উদ্দীপকে মহাজ্ঞা গান্ধীর ভাষণে বঙ্গবন্ধুর ভাষণের কোন দিকটি
কৃটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর।
ঘ. উদ্দীপকটি ‘এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম’— ভাষণটির
সম্পূর্ণ ভাব ধারণ করে। মন্তব্যটির যথার্থতা মূল্যায়ন কর।
- ২। ইংরেজ শাসকদের কাছ থেকে উপমহাদেশের মুক্তির জন্য মহাজ্ঞা গান্ধী
এক সময় এদেশের মানুষকে ঐক্যবন্ধ করেন। নানাভাবে তাদের মাঝে
দেশপ্রেম জাগ্রত করার চেষ্টা করেন। এরই ধারাবাহিক ফসল ব্রহ্মপুর
আন্দোলন, অহিংস আন্দোলন ইত্যাদি। কালের বিবর্তনে জন্ম পাকিস্তান
ও ভারত নামক দুটি পৃথক রাষ্ট্রের এবং পরবর্তীকালে বাংলাদেশের।
ক. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম কত তারিখে?
খ. ৭ই মার্চের ভাষণকে ঐতিহাসিক ভাষণ বলার কারণ কী?
গ. উদ্দীপকটিতে ‘এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম’ ভাষণটির
দিকটি কৃটে উঠেছে তা ব্যাখ্যা কর।
ঘ. “উদ্দীপকটি যেন ‘এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম’ ভাষণটির
মূলভাবকে ধারণ করে”— মন্তব্যটির যথার্থতা বিচার কর।

- ৩। শোন একটি মুজিবরের থেকে
লক্ষ মুজিবরের কঠোরের ধ্বনি— প্রতিধ্বনি
আকাশে বাতাসে ওঠে রংগি
বাংলাদেশ, আমার বাংলাদেশ।
ক. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কত সালে নিহত হন?
খ. ‘বাংলার মানুষ মুক্তি চায়’, কেন?— ব্যাখ্যা কর।
গ. উদ্দীপকের ভাবার্থ ‘এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম’ প্রবন্ধের
কোন দিককে তুলে ধরেছে? ব্যাখ্যা কর।
- ৪। দক্ষিণ আফ্রিকার অবিসংবাদিত নেতা নেলসন ম্যাডেলা সারাজীবনই
সংগ্রাম করেছেন বর্ণবাদের বিরুদ্ধে। এ কারণে তিনি জেল, জুলুম,
অত্যাচার ও নির্যাতনের শিকার হন সাতাশটি বছর। তিনি ছিলেন কারা
অভ্যন্তরে কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি বিজয়ী হন। মানবতা ও স্বাধীনতার
কেতন উদ্বিধে দেন ব্রহ্মপুরের আকাশে।
ক. রেসকোর্স ময়নান্দের বর্তমান নাম কী?
খ. ‘২৩ বছরের কুরুণ ইতিহাস’ বলতে কী বোঝানো হয়েছে?
গ. নেলসন ম্যাডেলার সাথে বঙ্গবন্ধুর গুপ্তবলির সাদৃশ্য ব্যাখ্যা
কর।
ঘ. ‘মানবতা ও স্বাধীনতার কেতন উদ্বিধে দেন ব্রহ্মপুরের আকাশে।’
বাক্যটি তোমার পাঠ্যবইয়ের আলোকে ব্যাখ্যা কর।

উভরমালা ► বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

- ১ ক. ২ খ. ৩ গ. ৪ প. ৫ ক. ৬ খ. ৭ ক. ৮ গ. ৯ গ. ১০ ক. ১১ গ. ১২ খ. ১৩ ক. ১৪ খ. ১৫ ক.

উভরসূত্র ► সৃজনশীল প্রশ্ন

- ১ ► 78 পৃষ্ঠার ১ নং প্রশ্ন ও উভর | ২ ► 84 পৃষ্ঠার ৩ নং প্রশ্ন ও উভর | ৩ ► 84 পৃষ্ঠার ২ নং প্রশ্ন ও উভর | ৪ ► 86 পৃষ্ঠার ৫ নং প্রশ্ন ও উভর